

কেরল হল ‘কেরলম’ শুভেচ্ছা, কিন্তু বাংলা কেন বঞ্চিত: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

কেরল এখন থেকে কেরলম। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেয়েছে এই ‘নাম পরিবর্তন’। এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে এবং কেরলবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গুরুতর প্রাণ তুললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ‘বাংলা কেন বার বার বঞ্চিত হবে? পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা করা হচ্ছে না কেন?’ এখানেই থামেননি তিনি। সরাসরি অভিযোগ করেছেন এই বলে, ‘ওরা পেয়ে গেল কারণ কেরলে সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির একটা জোট গড়ে উঠছে। অলিখিত জোট। এই ঘটনাই তার প্রমাণ।’

উল্লেখ্য, এদিনই কেরল রাজ্যের নামবদলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সম্মতি জানিয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অখিনী বৈষ্ণব। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে এক প্রশ্ন এদিন এড়িয়ে যান মন্ত্রিসভার মুখপাত্র, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী



কেরল রাজ্যের নাম ‘কেরলম’ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত পাশ করেছিল রাজ্য বিধানসভা। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, মালয়ালম ভাষায় কেরলের নাম কেরলম। সে-কারণেই রাজ্যের নাম কেরলম রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এদিন কেরলের নামবদল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুললেন শশী থারুর। তাঁর প্রশ্ন, যদি রাজ্যের নাম কেরলম হয়, তা হলে কেরালাইট বা কেরালিয়ান কথাটা এবার কীভাবে উচ্চারণ করা হবে? এদিকে এদিন কলকাতায় এই নাম পরিবর্তন নিয়ে কেরলের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু বার বার বলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা করা হচ্ছে না কেন, তা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশও করেন। তাঁর প্রশ্ন, ‘বাংলা কেন বার বার বঞ্চিত হবে?’ কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা তো একদিন চলে যাবেন, আমরা বাংলা নামটা কিন্তু আদায় করে নিয়ে আসব।’

‘আসলে কেরলে সিপিএম-বিজেপি জোট’

অখিনী বৈষ্ণব। বলেন, ‘আমি আজ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলির কথাই বলছি।’

কয়েক মাস পেরেই কেরলে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই নামবদলে সম্মতি দিয়ে নির্বাচনে রাজনৈতিক ভিত্তিভেদে তোলার চেষ্টা করবে বিজেপি। ভিত্তিভেদে পাবে কেরলের শাসক সিপিএমও। এদিনই নতুন সিপিএমও কমপ্লেক্স ‘সেবাতীর্থ’য় প্রথমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানেই কেরলের নামবদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মতির পর রাষ্ট্রপতি ‘কেরল (অটোরেশন অফ নেম) ২০২৬’ বিলটি পাঠাবেন রাজ্য বিধানসভায়। বিধানসভার মতামত জানার পর রাষ্ট্রপতির সুপারিশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি সংসদে পেশ করবে। এর আগে ২০২৪ সালের ২৪ জুন

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি কেরলের ভাইবোনদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু অবাক হচ্ছি, রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে সব জায়গার নামবদল হয়, শুধু বাংলাকে কেন দীর্ঘ দিন ধরে ডব্লিউ, ওয়াই, জেডের মধ্যে পড়ে থাকতে হচ্ছে? আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ইন্টারভিউ দিতে যায়, পরীক্ষা দিতে যায়, তখন বর্ণানুক্রমিক রাজ্যের নাম অনুযায়ী সবচেয়ে শেষের বেক্ষে বসতে হয়। শেষে ডাক পড়ে। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কোথাও যাই, আমাকে সবচেয়ে শেষে সুযোগ দেওয়া হয়। তাই বাংলার সংস্কৃতি, চিন্তা, দর্শন— সব কিছু ভেবে আমরা রাজ্যের নাম বাংলা করতে চেয়েছিলাম। বিধানসভায় দুই থেকে তিনবার আমরা নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিল পাশ করিয়েছি।

● এরপর ৩ পাতায়



একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকপদে নিয়োগের সুপারিশপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছেন সঞ্চারী মালি, শর্মিষ্ঠা নন্দর, চন্দ্রিকা বিশ্বাস ও চন্দ্রিকা হৈস। বিধাননগরের আচার্য সদনে, মঙ্গলবার। ছবি: তপন মুখার্জি

প্রয়োজনে শুনানিতে নেওয়া যাবে ভিন্‌রাজ্যের বিচারক

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি

রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনে ভিন রাজ্য থেকেও বিচারক নিয়োগ করা যাবে।

মঙ্গলবার এই নির্দেশই দিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা জুডিশিয়াল অফিসারদের এই কাজে নিয়োগ করা যাবে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, এসআইআরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জেলা বিচারক এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের নিয়োগ করা যাবে। এদিন আদালত জানিয়েছে, ভিন্ন রাজ্য থেকে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকেই খরচ বহন করতে হবে। একইসঙ্গে

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, আধার কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করার কথা আরও একবার কমিশনকে মনে করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জানান, ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসারের ওপর ৫০ লক্ষ ভোটারের ফর্ম বিবেচনা করার দায়িত্ব।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সেই বিষয়টি উল্লেখ করে জানান, দৈনিক যদি একজন জুডিশিয়াল অফিসার ২৫০টি করে ফর্ম দেখেন, তা হলে সমগ্র কাজটি সম্পন্ন করতে সময় লাগবে ৮০ দিন। সেই কারণে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় যাতে লজিক্যাল জেলা বিচারকদের নিয়োগ করা যায়, তার জন্য সিভিল জজদেরও নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জানান, ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসারের ওপর ৫০ লক্ষ ভোটারের ফর্ম বিবেচনা করার দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জানান, ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসারের ওপর ৫০ লক্ষ ভোটারের ফর্ম বিবেচনা করার দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জানান, ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসারের ওপর ৫০ লক্ষ ভোটারের ফর্ম বিবেচনা করার দায়িত্ব।

জটিল অঙ্ক তাড়া করছে ভারতকে

দেবাশিস দত্ত

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের রেশটা যে সুদূরপ্রসারী, সেটা চিপক পৌঁছেও যেন তাড়া করছে। সবাই বলেছেন, ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং— তিন বিভাগেই ব্যর্থ হয়েছিল ভারত। আপাত ভাবে মনে হতেই পারে, পরের দুটো ম্যাচ জিতলেই হয়তো শেষ চারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু অফটা মোটেই তেমন সহজ নয়। জিম্বাবোয়ে আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জিতলেই ভারত সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। জিততে হবে বেশ বড় ব্যবধানে। কারণ, নেট রানরেটের হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৫.৩৫) ও দক্ষিণ আফ্রিকার (৩.৮০) তুলনায় ভারত (৩.৮০) অনেক পিছিয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগের ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে হারিয়েছিল ১০৭ রানে। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারত হেরেছিল ৭৬ রানে। দুই ম্যাচের বড় ব্যবধান ভারতকে অনেকটা চাপে রেখেছে।

অথচ সব ভুলে গিয়ে এখানে যে চর্চা হচ্ছে, সেটা কানে নিলে মনে হচ্ছে অক্ষর প্যাটেলের অনুপস্থিতির কারণেই হারতে হয়েছে ভারতকে। অক্ষর আমেদাবাদে প্রথম এগারোয় থাকলে কি ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিত? চিপকের যা হাওয়া, তাতে বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অক্ষর প্রথম এগারোয় এলেন

বাড়ি ফিরে গেলেন রিঙ্কু

বলে। পরিস্থিতি না কি এমন— অক্ষরকে আনো, দল বাঁচাও। তাহলে একজনকে বাদ পড়তে হয়। তিনি কে? একটি নামই সবচেয়ে বেশি শোনা গেল, রিঙ্কু সিং। মঙ্গলবার তিনি অনুশীলনে আসেননি। সন্ধ্যায় জানা গেল, তিনি বাড়ি চলে গেছেন। তাঁর বাবার ফুসফুসে ক্যান্সার। তিনদিন ধরে ভেন্টিলেশনে। কবে ফিরবেন, টিম ম্যানেজমেন্টও নিশ্চিত নয়। অর্থাৎ, তাঁর না খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

উইকেট প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় শিবির জেনেছে, বল এখানে তেমন ঘুরবে না। কিন্তু উইকেট তুলে নেওয়ার দক্ষতার কথা মাথায় রেখে কুলদীপকে খেলানোর কথা আলোচনায় আছে। ৪ ওভার বোলিং তো হার্লিক পাতিয়া করে দিচ্ছেন। থাকছেন শিবম দুবে। তাহলে অর্শদীপের জায়গায় কুলদীপকে নেওয়া উচিত কি? এখনও ৪৮ ঘণ্টা বাকি। ফলে, এরকম আরও সমীকরণ হাওয়ায় উড়বে, সন্দেহ নেই।

এদিন সন্ধ্যায় অনুশীলনে এসেছিল টিম ইন্ডিয়া। আগের দিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এদিন পৌঁছেছে জিম্বাবোয়ে, কিন্তু প্র্যাকটিস করেনি। ভারতীয় শিবির কোনও ঝুঁকির রাস্তায় না গিয়ে মাঠে আসার আগে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটারদের ভিডিও দেখল সারাদিন। বোলারদের নিয়ে বসেছিলেন মর্নি মরকেল এবং ব্যাটারদের নিয়ে সিতাং কোটাক। দুটি শিবিরেই ঘোরাকেরা করেছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। মাঠে আসার পর ফুটবল অনুশীলন। তারপর লম্বা সময় ফিল্ডিং প্র্যাকটিস। অবশেষে ব্যাটিং ও বোলিং।

● এরপর ২ পাতায়

PRAYAG LIFE
PURE PRIVILEGE

BOOKING OPEN
3/4/5 BHK 1.5 Cr onwards*

THE HOLY GANGA AT YOUR DOORSTEP. AN OPEN BLUE SKY BEYOND.
JUST THE BEGINNING OF TIMELESS LIVING.

5 Stately Towers || 86% Open-to-sky Area || Elegant Simplex
Exclusive Duplex || Mostly South-facing Apartments || 90+ Amenities
Rooftop Infinity Swimming Pool

033 6626 4242
www.edendevprayag.com

Scan for Location



তুয়ারাবৃত সান্দাকফু। ছবি: সঞ্জয় বিশ্বাস

সান্দাকফুতে বরফ, দার্জিলিঙে শিলাবৃষ্টি

অলক সরকার ও সঞ্জয় বিশ্বাস

শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং, ২৪ ফেব্রুয়ারি

বসন্তের রং সাদা! এই মুহূর্তে সান্দাকফু গেলে তেমনই মনে হবে। মঙ্গলবার সকাল ১১টার পর থেকে ভারী তুষারপাতে পুরো সাদা হয়ে যায় সান্দাকফু, ফল্গুট, টুমলিং থেকে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। অন্যদিকে, শৈলশ্রহর দার্জিলিঙে শিলাবৃষ্টি হয়েছে এদিন। শুধু দার্জিলিং সদর নয়, জোড়বাংলো, জ্বলাপাহাড়, সেনাঙ্গা–সহ বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় সোমবার গভীর রাতে একপশলা হালকা বৃষ্টি হয়। সঙ্গে দমকা হাওয়া। বৃষ্টির কারণে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমে যায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বুধবার বৃষ্টি হবে না। তবে তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকবে।

কলকাতায় এদিন ৬.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, বিধাননগরে ৬.৮, বসিরহাটে ১০.২, বাড়গ্রামে ১০.৬, দহদমে ১২.৬, উলুবেড়িয়ায় ১৬.৮, ব্যারাকপুরে ১৯.০। বৃষ্টির কারণে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩-৪ ডিগ্রি নীচে নেমে যায়। বসিরহাটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে যায় ২৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, ক্যানিংয়ে ২৫.৪, ডায়মন্ড হারবারে ২৬.৫, কলকাতায় ২৬.৮, দহদমে ২৮.০, বিধাননগরে ২৮.০।

দক্ষিণে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি

পাহাড়ের প্রতিটি চা-বাগানে খুশির আবহ। এইসময় বৃষ্টি মনে চা-বাগানে নতুন পাতার দেখা পাওয়া যাবে বেশি। গাছও তরতাজা হবে। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে আবার ঠাণ্ডা বেড়েছে। পর্যটকের সংখ্যা অনেক কম। তারপরও যারা এখনও সান্দাকফু বা দার্জিলিঙে আছেন, তাঁরা দারুণ উপভোগ করছেন। মানেভঞ্জন ল্যান্ডরোভার অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন প্রধান জানান, ‘সান্দাকফুতে হাতেগোনা কিছু পর্যটক রয়েছেন। তবে সবাই তুষারপাত উপভোগ করছেন দারুণ ভাবে। তুষারপাতের জন্য পর্যটক আবার বাড়তে পারে বলে আমরা আশা করছি।’ জিটিএ–র অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের সমন্বয়ক দাওয়া গ্যালপো শেরপা জানান, ‘শহরে শিলাবৃষ্টি জমতে পারেনি। তবে তুষারপাত ভাল হয়েছে। নতুন করে পর্যটকের আনাগোনা হবে বলেই মনে করছি।’



বাংলার মনীষীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বাড়ি বাড়ি দোল, হোলির কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেসের। ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমি দাস। শোথপুর্ন পার্ক, রবীন্দ্র-নেতাজি উদ্যান থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি সংবলিত কার্ড, আবার দেওয়া হয়। মঙ্গলবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

শব্দরঙ্গ-২০৫

১	২		৩			৪	৫
			৬		৭		
৮		৯					
				১০			
		১১					
						১২	
১৩			১৪				

পাশাপাশি

১. (আল.) সুসময়ের বন্ধু ৪. সৌন্দর্য, শোভা ৬. অঝোরে, জল গড়িয়ে পড়ছে এমন ৮. বৃদ্ধদেব ১০. রোগের লক্ষণ
১১. সমাজ ১৩. শীঘ্রতা, ব্যস্ততা ১৪. শোরগোল।

উপর-নীচ

২. বেশি বয়সি
৩. মর্যাদানাশ
৫. সামান্যতম
আভাস
৭. নিকট,
কাছে
৮. বীরত্ব
৯. বৈঠকখানা,
বাইরের ঘর
১০. আগ্রহী
১২. অনুভূতি,
বোধ।

সমাধান-২০৪

	দ	র	ব	স্ত	হ	কু	ক
ই			চ				র
মা	ঝ	খা	ন		রা		ত
র		নি			হা	ম	লা
তি	র্য	ক			গি		ম
দো		টা		চা	র	কো	ল
কা				র			ক
ন	ভো	বী	ক্ষ	ণ	য	স্ত	

■ শুভজ্যোতি রায়

নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু করলেন বিচারকরা

আজকালের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হল এসআইআরের নথি যাচাইয়ের কাজ। এর জন্য জেলায় জেলায় খোলা হয়েছে নিষ্পত্তি-কেন্দ্র। এদিন জেলা বিচারকরা সেখানে ভোটারদের নথি যাচাইয়ে কাজ করেন। তাঁদের কাজে সহায়তা করেন জেলা প্রশাসনের অধিকারিকেরা। সূষ্ঠভাবে চলে নথিপত্র যাচাইয়ের কাজ প্রশাসনের একটি অংশ বলেছে কাজ শুরু হলে শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কারণ সমস্ত তথ্যই আপলোড করা আছে।

এদিন চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, চুঁচুড়া মগড়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়–সহ জেলার একাধিক জায়গায় হল এসআইআরের নথি যাচাই। বিচারকরা সাধারণ মানুষের কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষেও এসআইআরের নথি যাচাইয়ের কাজ চলে। বিচারকের কাজে সহায়তা করেন এআরও তথা আরামবাগ মহকুমা শাসক রবি কুমার।



নথি যাচাই করতে নিষ্পত্তি-কেন্দ্রে চুকছেন পুরুলিয়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক (২) রানা দাম। জেলাশাসকের দপ্তরে, মঙ্গলবার। ছবি: দীপেন গুপ্ত

এদিকে, বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ৩৯ হাজার ভোটারের নথি যাচাইয়ের কাজ করবেন ৭ বিচারক। মঙ্গলবার থেকে জেলার তিনটি কেন্দ্রে কড়া পুলিশ নিরাপত্তায় এই নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) নকুলচন্দ্র মাহাতো জানান, বাঁকুড়া জেলাশাসকের অফিস, বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের অফিস ও খাতড়া মহকুমা শাসকের অফিসে

এই নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। পুরুলিয়াতেও আদালতের নজরদারিতে চলেছে ভোটারদের তথ্য যাচাই। অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক (২) রানা দাম–সহ অন্য বিচারকরা রয়েছেন। সূষ্ঠভাবে যাতে এই কাজ সম্পন্ন হয়, তারজন্য এদিন জেলা প্রশাসন এবং বিচারকদের

দফায় দফায় বৈঠক হয় জেলাশাসকের দপ্তরে। নদিয়ার ১৭টি বিধানসভার জন্য

৮ বিচারক নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু করেছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৬০ হাজার মানুষের জন্য নথি যাচাই করবেন বিচারকরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সব জায়গায় শুরু হল নথি যাচাইয়ের

বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ৬ জন বিচারককে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর দিনাজপুরের জেলা বিচারক আতাউর রহমান জানিয়েছেন, সেখানেও ৬ জনের বিচারক প্যানেল তৈরি

৬০ লক্ষেরও বেশি নথি পরীক্ষা হবে

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত নাম তোলা যাবে বলে শোনা যাচ্ছে। ২৮ তারিখের পর নথি যাচাই চলবে। কমিশন সূত্রে এ খবর জানা গেছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপশির জন্য ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৭৫ জনের নথি যাচাই করা হবে। জানা গেছে ইআরও, এইআরওরা ল রেকর্ডের মতো বিচারকদের সাহায্য করবেন। এর বাইরে কিছু করতে পারবেন না। এদিকে, বৃধদার থেকে পর্যায়ক্রমে সিইও দপ্তর শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার অফিসে স্থানান্তরিত হবে। এদিন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান।

প্রক্রিয়া। মূলত ক্যানিং মহকুমার মধ্যে আছে চারটি বিধানসভা গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং পূর্ব এবং ক্যানিং পশ্চিম। এদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও জোরকদমে শুরু হল ভোটার তালিকার বিশেষ নথি যাচাইয়ের কাজ। জলপাইগুড়ি, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে বিচারকদের বিশেষ প্যানেল গঠন করে এই কাজ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি

করা হয়েছে। বুধবার থেকে রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর মহকুমার রকুণ্ডলিতে নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। মালদা জেলাতেও জেলা জজ–সহ ৬ জন বিচারক এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র: মিস্টন সেন, তৃপ্তান মণ্ডল, আলোক সেন, দীপেন গুপ্ত, সুখেন্দু আচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, অভিজিৎ চৌধুরী ও সুনীল চন্দ

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাতা বসু। মঙ্গলবার এন্ড হ্যান্ডলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের নাম উল্লেখ না করে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ‘কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করছেন যে, রাজ্য ‘পিএমশ্রী’ মানেনি বলে সর্বশিক্ষার টাকা বন্ধ আছে। এটা নাকি একটা প্যাকেজ। রুসা ১.০ মানলেও আমরা পিএম উষা ফান্ডে আবেদন করিনি, তাই নাকি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য পাচ্ছে না। স্কিমগুলি প্রধানমন্ত্রীর নামে আছে— রাজ্যের কীসের আপত্তি। এই প্রসঙ্গে বলি, আপত্তিটা নীতিগত। কারণ এই প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই কেন্দ্র অনুদানের একাংশ দেয়, বাকি অংশ দেয় রাজ্য। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নামেই কেন প্রকল্পগুলি নামাঙ্কিত হবে, রাজ্যের নাম কেন থাকবে না, এটাই আমাদের প্রশ্ন, যার সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকার এখনও দিতে পারেনি। সংবিধান স্বীকৃত ফেডারালিজম যে প্রতি পক্ষে ক্ষত্রবিক্ষিত হচ্ছে, সেটিই আমাদের মূল আপত্তি। এই বিষয়ে উনি কী বলেন, তা জানতে আগ্রহী রইলাম।’ প্রসঙ্গত, এদিন নিউ টাউনে খড়াপুর আইআইটি রিসার্চ পার্কে প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছরের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই অভিযোগ করেছিলেন সুকান্তবাবু।



কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার শুরু হল বিশেষ আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির ‘তেজস্বিনী’। ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ। ১২ থেকে ৪৫ বছরের মহিলারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ছিলেন নারণাল সপ্ত্রতিম সরকার। পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবে। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

কুকুরের তাড়া খেয়ে দুর্ঘটনা, মৃত্যু

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি

রাতে স্ত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে ফেরার সময় পথকুকুরের তাড়া। বাঁচতে গিয়ে মোটারবাইকের গতি বাড়িয়ে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে থান্ডা মারেন বিদ্যুতের খুঁটিতে। গুরুতর আহত সুরজিৎ সাহা (৩৪) নামে কালনা থানার ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কালনা শহরের যোগীপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎবাবু কালনা থানাতেই ডিউটি করতেন। তার স্ত্রী একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাইকে চাপিয়ে স্ত্রীকে



একদল পথকুকুর তাড়া করে। গতি বাড়ানোর পর পিছন ফিরে তাকাতে

গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে থান্ডা মারলে মাথায় সাম্মতিক চোট লাগে। শুরু হয় রক্তক্ষরণ। এর আগেও পথকুকুরের তাড়া খেয়ে প্রাণ গিয়েছিল এক মহিলার। সাইকেল–বাইক থেকে পড়ে জখম হন ববু। শহরবাসীর কাছ থেকে জানা গেল, রোজই সন্দের পর শহরের রাজরাজেশ্বরীতলা থেকে কালনা নার্সিংহোম দপ্তরটির মোড় থেকে সোনাপুট্রি, কামারশালা গলি থেকে পূর্ণ সিনেমা হল এলাকা–সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথকুকুরদের দৌরাছু শুরু হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছ পুরসভা ও প্রশাসন। উপপুরপ্রধান তপন পোড়েল জানান, ‘বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা হবে, তার পথ খোঁজা হচ্ছে।’

বাঘের হানায় মৎস্যজীবীর মৃত্যু

গৌতম চক্রবর্তী

সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে ফের মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম গোপাল ঢালি (৪৫)। কয়েকদিন আগেই সুন্দরবনের জঙ্গলের ধারে কাঁকড়া শিকার করতে গিয়ে বাঘ টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক মৎস্যজীবীকে। তার ক্ষত্রবিক্ষিত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ফের সোমবার ঘটল একই ঘটনা। সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে

গোপালের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সুন্দরবন জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন গোপাল। সঙ্গে ছিলেন প্রতিকৌশী মৎস্যজীবী সুমন মণ্ডল ও আশ এক মৎস্যজীবী। সোমবার বিকেলে সুন্দরবনের দেউলভারানি জঙ্গল সলোয় এলাকায় কাঁকড়া ধরছিলেন তারা। সেই সময় জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আচমকা গোপালের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ঘাড় কামড়ে ধরে তাঁকে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যায়। সঙ্গীকে

উদ্ধার করার জন্য বাঘের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দুই মৎস্যজীবী। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গ দেয় সুন্দরবনের মহারাজ। সোমবার রাতে গোপালকে নিয়ে ঝড়খালি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছেয় তার সঙ্গীরা। সেখান থেকে বাসন্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে দেহাতি মৃতদেহ তলপরের জন্য পাঠায় বাসন্তী থানার পুলিশ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন গোপাল। রয়েছে স্ত্রী মণিকা, মেয়ে গঞ্জু ও নাবালক ছেলে বাবু।

পথ-দুর্ঘটনায় মৃত ২

কলকাতায় পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৬জনের। আহত দুই। আন্দলদুপুর থানা এলাকায় এদিন বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন ২৭ বছরের যুবক সন্দীপ কুমার মণ্ডল। হঠাৎই একটি মালবাহী গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা মারে। এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ফুলবাগান থানা এলাকায় বাইকে করে

যাচ্ছিলেন সায়িক দত্ত এবং সুদীপ্ত দত্ত। গতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎই তাঁরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ধাক্কা মারেন। দু’জনেকেই বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা সায়িককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুদীপ্তর চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে বেনিয়াপুকুর থানা এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় এক পথচারীকে ধাক্কা মারে একটি বাইক। বাসরাট আলি নামে ৬০ বছরের বৃদ্ধের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার

সকাল ৯-০০ শুধু ভূমি, দুপুর ১২-০০ পুত্রবধু, দুপুর ২-৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫-০০ মাটির মানুষ, রাত ৮-০০ তিমতিম্, রাত ১০-৩০ পরিণাম

● কালার্স বাংলা সিনেমা

সকাল ৯-৩০ মান মর্যাদা, দুপুর ১২-৪৫ সেজ বউ, বিকেল ৪-০০ ছল্লাড়, সন্ধ্য ৬-৪৫ ঋতুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০-০০ খিলাড়ী

● কালার্স বাংলা

দুপুর ২-০০ মানিক

● ডিডি বাংলা

দুপুর ২-৩০ অনু

● জলসা মুভিজ

সকাল ১০-৩০ যমুনা প্রজাপতি রহস্য, দুপুর ১২-৪৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধ্য ৭-০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, রাত ১০-৩০ এক বাজিরগার

● জি আ্যাকশন

সকাল ৮-৩৯ বুদ্ধিগাড়া, সকাল ১১-০০ নং ১ বিজয়নন্দান, বিকেল ৪-৩০ ডোয়ারিং বাজ, সন্ধ্য ৭-৩০ হিরো দ্য বুলেট, রাত ৯-৫৭ অঙ্গারে

জলসা মুভিজ

অরুন্ধতী
বিকেল ৪-০০

জি আ্যাকশন

হত্যা
দুপুর ১-৩৬

● জি ক্লাসিক

সকাল ৮-৫৯ উপকার, দুপুর ১২-৩৬ জীবনমুচু, বিকেল ৪-০১ মাওয়ালা, সন্ধ্য ৭-০০ হামশকল, রাত ৯-৫৯ রূপ কী রানি চ্যোরে কা রাজ

● কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

সকাল ৬-০৫ মজবুত, সকাল ৯-০০ জয় দক্ষিণেশ্বরী কালী মা, দুপুর ১২-০০ দিল হায়ম ভুমাহার, বিকেল ৩-০০ মুবাসে দোস্তী করোগে, সন্ধ্য ৬-৫৫ ঘরওয়ালা বাহারওয়ালা, রাত ৯-৪০ সাজন

ধারাবাহিক

● খনার কাহিনী

খনা আর মিহিরের বিয়ের দিন কেতুরাজ আর সূর্যকেতুরা রাজপরিবারের সব সদস্যকে খুন করে রক্তে ভাসিয়ে দেয় দেউলি রাজবাড়ি। খনা আর মিহির কোনও রকমে ঐশে রকনা পেলেও নিজেরে স্বার্থে তাদের আঁট করতে চায় কেতুরাজরা। এই ভয়ঙ্কর বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে কি খনা-মিহির? শত্রুপক্ষের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কি বেঁচে থাকবে তারা?

আকাশ আঁট: সন্ধ্য ৭-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: বুধবার, ১২ ফাল্গুন ১৪৩২, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, মূং ৭ রমাঙ্গান ১৪৪৭
সূর্যোদয় ঘ ৬।৫২৯
সূর্যাস্ত ঘ ৫।০৪১৯
ভিহি- ফাল্গুন শুক্রপক্ষ) নবমী দং ৫১।৩০ রাত্রি ঘ ২।৪১
নক্ষত্র- রেহাখি দং ১৮।৫৫ দিবা ঘ ১।৩৯

অন্য পঞ্জিকা: বুধবার, ১২ ফাল্গুন ১৪৩২, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, হিজরি ৭ রমাঙ্গান ১৪৪৭

বিশেষ অনুষ্ঠান

● সুস্থাস্থ্য

হোয়াটসঅপ বাটিক বা গুচিবাউথের সংখ্যা কিছু কম নেই। কেউ পরিষ্কার জায়গাও বারবার পরিষ্কার করেন, কেউ আবার গোছানো ঘর বারবার গোছান, কেউ আবার হাত-পা ধোয়াধুঁকি করেই চলে। একটা নির্দিষ্ট সীমার পর বাটিক আর বাটিক থাকে না। অতিরিক্ত মাত্রায় গোঁহাচ্ছে তাকে বলা হয় অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার (ওসিডি)। এবারের সুস্থাস্থ্য অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ওসিডি। লাইভ ফোন-ইন অনুষ্ঠানে।

ডিডি বাংলা: ৬-০২

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ: 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল: 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল: 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল: 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল: 2641-5614
আসানোলা কন্ট্রোল: 2593-2647
ব্যাকপুরু কন্ট্রোল: 2531-2250347
হাওড়া জিআরপি: 2641-3256
শিখারাল জিআরপি: 2350-3940
নিখোজ সংক্রান্ত: 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা: 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফ লাইন: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাথ: 2554-0084
মারশাল মিশন: 2867-6031
নারী সেবা কেন্দ্র: 2411-8316
সেট কনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ডিউ ক্রিনিক: 99037-59103/
82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাবের গুণ্ডার/অজ্ঞানে
ধমরাই: 2454-7942
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনবিদ্যা: 2455-0926
সাথিষ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ডিউ ক্রিনিক ক্যামসি:
6688-8888
রাড ব্যাথ
সেন্ট্রাল রাড ব্যাথ: 2351-0619
লাইফলাইন: 2284-6090/2298
আলোক ব্যাথ: 2472-0333
বেল ডিউ ক্রিনিক: 6688-8888 /
99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চফ্দ্দান
গানদর্পণ: 94330-31504
বন্ধ কর্নিরা (কেন্দ্র): 2663-4178
শবদান
সুস্থতা সম্ম, ডিউ অ্যাম্বুল্যান্স: 2400-9990
হরিকৃষ্ণ সার্ভিস: 2241-3849/2050
শ্রীমতি স্পোর্টস: 2534-0002
উদ্বাসন পথে: 98301-7814
যাদবপুর মার্চেসি: 2412-8165

আজ ভবানীপুরে জৈনদের সভায় থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

আজ, বুধবার নির্বাচনের আগে ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে জৈনদের ডাকা বড় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি উপস্থিত থাকবেন। ভবানীপুরের আসনটি তাঁর নিজের কেন্দ্র। বহু কাউন্সিলর, সাংসদ, বিধায়ক, বিএলএ ২, বিএলএ ১ ও মহিলা কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। তা ছাড়া জৈন সম্প্রদায় থেকে অনুষ্ঠানে আসবেন অনেকেই। ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে সকল জৈন সমাজের জন্য এটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ‘অহিংসা’ লেখা একটি গোলা চক্র বেদির মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন কলকাতার মহান্যায়িক ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়, রাজ্য সভাপতি সুরত বক্সি, অসীম ঘোষ (মেয়র পরিষদ সদস্য)। ‘ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ফর সকল জৈন সমাজ’ ভবানীপুরের রণেড স্ট্রিটে অনুষ্ঠান শুরু দুপুর ৩টায়। এই ধরনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান আগে দেখা যায়নি।

সুকান্তুর অভিযোগ ওড়াল রাজ্য

আজকালের প্রতিবেদন

সোমবার এসআইআর নিয়ে হাইকোর্টে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব মনোজ পন্থের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, সচিব কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে মনোজ পন্থ বৈঠকে ছিলেন। তাই তাঁর দাবি মনোজ পন্থের বিরুদ্ধে এফআইআর করাতে হবে। প্রেপ্তার করতে হবে। সুকান্ত

উদ্বোধন ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করবেন। গত ৫ বছর তাঁর আমলে ভবানীপুর এলাকায় কোনও ঘটনা হয়নি। বরং কিছু উদ্বোধন হয়েছে। স্কুল, বাজার সংস্কার হয়েছে। ভবানীপুরে কয়েকটি বহুতল রয়েছে। এখানে জৈন ও মাড়োয়ারিরাই বেশি থাকেন। অনেক আগে থেকেই ভেট নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুরত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম। মূলত এই দু’জনই ভবানীপুর দেখাশোনা করেন। দলের সাংগঠনিক বৈঠক হলেই সুরত বক্সি ও ফিরহাদ হাকিম নেমে পড়েন। ভবানীপুরে যে ক’টি বহুতল রয়েছে, তার বাসিন্দাদের দেখা গেছে আগের নির্বাচনে সেভাবে গা না-লাগাতে। কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে। ক্রমাগত তাদের সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক যোগসূত্র বেড়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে शामिल হচ্ছেন। তাই তৃণমূল নেতাদের ধারণা, বহুতল থেকে নিমে মমতা বানার্জির পক্ষে এরা বিপুল ভোট দেবেন।



স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ হরিদাস মিত্রের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
বিধানসভায়, মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

বাংলা কেন বঞ্চিত

● ১ পাতার পর প্রথমবার যখন কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিলাম, তখন বাংলা শব্দটাকে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি — তিনটে ভাষাতেই এক করে দিতে বলল। অর্থাৎ তিন ভাষাতেই এ রাজ্যের একই নাম হবে। তখন আবার বিধানসভায় নতুন করে আমরা বিল পাশ করালাম। তিন ভাষার হরফেই করা হল বাংলা। তারপরও কেন্দ্র অনুমোদন দেয়নি।’ তিনি বলেন, ‘আমি নিজে প্রধানমন্ত্রী, স্মরণমন্ত্রীর সঙ্গে যতবার দেখা করেছি, ততবার বলেছি। ওরা যখন এখানে কোনও বৈঠকে এসেছেন, তখনও বলেছি। কিন্তু কেন জানি না, মনে হল ওরা বাংলা-বিরোধী বলেই এটা হচ্ছে। ওরা বাংলার মনীষীদের অসম্মান করে। বাংলার কথা ওরা ভোটের জন্য নির্বাচনের সময় বলে। আসলে ওরা বাংলা-বিরোধী। সেই জন্যই বাংলা নামটা করল না। অন্য রাজ্যের নাম করুক। আমরা খুবই ফ্লেক্সিবল। আমরা কোনও রাজ্যের বিরুদ্ধে নই। সব রাজ্যকে ভালবাসি।’

পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা করার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় অনুমোদন না মেলায় ২০২৪ সালেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঠানো এক চিঠিতে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘পাঞ্জাব নামে ভারত ও পাকিস্তান — উভয় দেশেই দুটি পাশাপাশি রাজ্য আছে। তাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তা হলে বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্র থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের নাম বাংলা হতে সমস্যা কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার যে শর্তগুলি পূরণ করতে বলেছিল, আমরা তা পূরণ করেছি।’ উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, ‘বম্বের নাম মুম্বই হয়ে গিয়েছে অনেক দিন। কিন্তু আমাদের রাজ্যের নাম বদলাতে দেওয়া হচ্ছে না। হচ্ছে করে ব্যাপারটা আটকে রাখা হয়েছে।’

ডিজি এসটিএফ জাভেদ শামিম

আজকালের প্রতিবেদন

পদমতি হল রাজ্য পুলিশের আইপিএস অফিসার জাভেদ শামিমে। তিনি ডিজি স্পেশ্যাল টার্ক ফোর্স হলেন। সেই সঙ্গেই তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রাজ্য পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর



জাভেদ শামিম

কাজও দেখতে হবে। স্পেশ্যাল টার্ক ফোর্সের এডিজি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯৯৫ ব্যাচের আইপিএস জাভেদ শামিম কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। দীর্ঘদিন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে ছিলেন।

৬৭ জন হাতে পেলেন চাকরির সুপারিশপত্র

আজকালের প্রতিবেদন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুরো প্যানেল বাতিলের পর অবশেষে অবসান হল দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং টানা প্যাডেনের। একাদশ-দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের স্কুলে নিয়েগের সুপারিশপত্র দেওয়ার কাজ মঙ্গলবার থেকে শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ফের পরীক্ষা দিয়ে নিয়েগের সুপারিশপত্র হাতে পেলেন অনেক চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক। আবার এঁদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসে সফল হওয়ায় চাকরির সুপারিশপত্র পেলেন অনেক নতুন চাকরিপ্রার্থীও। এদিন সকাল থেকে কমিশনের দপ্তরের সামনে ছিল কাউন্সেলিংয়ে ডাক-পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের লম্বা লাইন। তবে এদিন তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি। অনেকে চোখে জল থাকলেও তা ছিল চাকরি ফিরে পাওয়ার আনন্দের। তাদেরই একজন কৃষ্ণমুন্ডিকা নাথ। সুপারিশপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই আনন্দে কেঁদে

ফেললেন। আগে পড়াতেন রায়গঞ্জের একটি স্কুলে। সেবার বিষয়ভিত্তিক প্যানেলে তার নাম দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তা-ও প্যানেল বাতিল হওয়ায় চাকরি হারিয়েছিলেন। এবার প্যানেলের প্রথমেই ছিল তাঁর নাম। বললেন, ‘হাতে সুপারিশপত্র পেয়েছি টিকই, কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আট বছর চাকরি করার পর নতুন

একাদশ-দ্বাদশ

করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাব কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল।’ তবে এবার তাকে রায়গঞ্জ যেতে হবে না। বাড়ির কাছে উত্তর ২৪ পরগনার একটি স্কুলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। নতুন চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে এদিন নিয়েগের সুপারিশপত্র পেয়েছেন সঞ্চায়ী মালি। জানালেন, গলসির একটি স্কুলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সুপারিশপত্র হাতে পেয়ে খুবই খুশি। নতুন চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে

তমালিকা কর্মকার বললেন, ‘প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েই চাকরি পাব, এটা ভাবতে পারিনি। আমি চাই নতুনদের সঙ্গে যোগ্য চাকরিহারারাও যেন তাঁদের চাকরি ফিরে পান।’ রাজারহাটের বাসিন্দা নাদিরা কালাম এসেছিলেন তিন বছরের সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে। বললেন, ‘আমার বিষয় নৃতত্ত্ববিদ্যা। প্রথমবার পরীক্ষায় বসেই চাকরি পাব কি না জানতাম না।’ তবে আজ সুপারিশপত্র হাতে পেয়ে খুশি। হাবড়ার কামিনীকুমার গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার জন্য সুপারিশ পেয়েছি। নিয়েগপত্র পাওয়া বাকি রইল।’ কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এদিন ৭০ জনকে কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হয়েছিল। প্রত্যেকেই এসেছিলেন। কিন্তু তিন জনের শসোপত্রে সমস্যা থাকায় ৬৭ জনকে চাকরির সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছে। এবার এই চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ম ও বিধি মেনে নিয়েগপত্র দেবে মধ্যাঞ্চিকা পর্ষদ। আজ, বুধবারও একাদশ-দ্বাদশের ১১২ জন চাকরিপ্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।

বিস্ফোরণে আদালত উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক আদালতে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি মেলে মঙ্গলবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই হুমকি মেলের জন্য দ্রুত বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, স্মার্টসিটিজ জগদীশ প্রসাদ মিনা, ডিজি পীযুষ পাড্ডে, কলকাতা পুলিশের নগরপাল সুপ্রতীম সরকার। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর মুখ্যসচিব সাংবাদিকদের বলেন, সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। জেলা বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাজ্যের দায়িত্ব। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। ডিজি বলেন, পুলিশ সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। রাজ্যের নাগরিকদের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। অন্যদিকে, পুলিশ কমিশনার জানান, একাদিকি প্যাটার্নে ইমেলটি পাঠানো হয়েছে। গোটা বিষয়টি দেখছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। প্রাথমিক তদন্তে ওই ইমেলটি ভুলো বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কে বা কারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দৌষিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে। এদিন অন্যান্য দিনের মতোই সকালে আদালতের কাজকর্ম শুরু হয়। কলকাতার বিচারতবনে হুমকি মেলের খবর আসে। এরপরেই ব্যাঞ্চাল ও নগর



বোমাতঙ্কের খবরে কলকাতা পুলিশের তল্লাশি।
বিচারতবনে, মঙ্গলবার। ছবি: আজকাল

দায়রা আদালতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুড়েহুড়ি পড়ে যায় আদালত কর্মীদের মধ্যে। খবর যায় লালবাজারে। এরপরই বহু স্কোয়াড এবং গোয়েন্দা দল তল্লাশিতে নামে। ব্যাঞ্চাল আদালত, নগর দায়রা আদালত এবং সিটি সিভিল কোর্ট বিল্ডিংয়ে তল্লাশি চালানো হয়। আদালত কক্ষ ফাঁকা করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, সকাল সাড়ে দশটা

নাগাদ এই হুমকি মেল আসে। তবে, কিছুই পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে হুগলি, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং বহরমপুর আদালতেও একই ধরনের ইমেল পাঠিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়। এদিন সকালে হুগলির জেলা জজের ইমৈলে হুমকি মেল আসে। স সঙ্গে সঙ্গে চুঁচুড়া জেলা আদালতের তরফে বিষয়টি পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ

সুপারকে জানানো হয়। মৌতল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়। চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার কোর্টেশ্বর রাও জানান, পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল জেলা আদালত ও দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে একই ধরনের ইমেল

আতঙ্কিত হবেন না: মুখ্যসচিব

আসে। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেরাে খবর যায়। পুলিশ কুকুর এবং বহু স্কোয়াড যায়। অন্যদিকে, আসানসোল জেলা আদালতের জেলা জজের কাছে তামিলনাড়ু থেকে হুমকি মেল আসে। ডিসিপি স্টেটাল ধ্রুব দাস –সহ একাধিক পুলিশ অধিকারিক গোটা আদালত চহরে তল্লাশি চালান। বহরমপুর জেলা আদালতেও এদিন বোমাতঙ্কের খবর ছড়িয়ে পড়ে। জেলা বিচারকের ইমৈলে হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। পুলিশ কুকুর, বহু স্কোয়াড তল্লাশি চালিয়েছে। কিছুই পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র: সব্যসাচী সরকার, মিল্টন সেন, আদিত্য রায়, দেবব্রত ঘোষ, প্রদীপ দে

ফর্ম নং সিএএ. ২
[ধারা ২৩০ (৩) এবং রুল ৬ ও ৭ অনুযায়ী]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা-এর সমীপে সিএ (সিএএ) নং ১৮/কেবি/২০২৫
বিষয়: কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং
কোম্পানিজ (কমপ্রোমাইট, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড আমানসোলস) রুলস, ২০১৬ এবং উচ্চ আদ্যের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলি সহ পঠিত উচ্চ আদ্যের সেকশন ২৩০ (১)-এর বিচার; এবং
বিষয়- জি.পি.এইচ.পি. হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড, যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৮৬-এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার সিআইএন U145201WB1990PTC0349080 এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস একুয়াসি কর্পুসা, ৪র্থ তলা, রুম ৪১০, ২৫৪/৩৪, এ.কে.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০২০-তে বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে। অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার) এবং
সকলদের সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞপ্তি
এছাড়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ উক্ত কোম্পানি এবং কোম্পানির উপরূক্ত অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর মধ্যে প্রকৃতির আপস বা ব্যবস্থা বা একত্বীকরণ বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে এবং উপরূক্ত মনে হলে পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করার জন্য জি.পি.এইচ.পি. হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর একটি সভা করার নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত আদেশের অনুরোধ এবং তাতে নির্দেশিত হিসাবে এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, উক্ত কোম্পানির অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর একটি সভা ৮/২, কিম্ব শমর সার রোড, স্ট্রাট রোড, হি.সি.ভি. বন্দু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২১, ইতিমধ্যে শনিবার, ১৮শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০-টাখ অসুস্থিত হবে, যে সময়ে এবং স্থানে উক্ত অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
এছাড়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ উক্ত কোম্পানি এবং কোম্পানির উপরূক্ত অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর মধ্যে প্রকৃতির আপস বা ব্যবস্থা বা একত্বীকরণ বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে এবং উপরূক্ত মনে হলে পরিবর্তন সহ বা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করার জন্য জি.পি.এইচ.পি. হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের একটি সভা করার নির্দেশ দিয়েছে। উক্ত আদেশের অনুরোধ এবং তাতে নির্দেশিত হিসাবে এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, উক্ত কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের একটি সভা ৮/২, কিম্ব শমর সার রোড, স্ট্রাট রোড, হি.সি.ভি. বন্দু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২১, ইতিমধ্যে শনিবার, ২৮ মার্চ ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১:০০-টাখ অসুস্থিত হবে, যে সময়ে এবং স্থানে উক্ত ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
উক্ত ব্যবস্থা বা একত্বীকরণ এবং ২৩০ ধারার অধীনে বিবৃতির প্রতিদ্বিপপত্তি কোম্পানির রেজিস্টার অফিস একুয়াসি কর্পুসা, ৪র্থ তলা, রুম ৪১০, ২৫৪/৩৪, এ.কে.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০২০-তে বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে। অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর সভা এবং ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গীতের বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন, শর্ত থাকে যে নির্ধারিত মর্যে সমস্ত প্রক্সি সভার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে জমা দিতে হবে।
নানা ট্রাইবুনাল কোম্পানির অঙ্গশোনাগর কোম্পানি (ট্রেড রেজিস্টার)-এর সভা এবং ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভার কথা অসুস্থিত হবে, তা ট্রাইবুনালের পরবর্তী অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে। প্রতিটি বর্ষ কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে পাওয়া যাবে পায়ে।
তারিখ: ২৫.০২.২০২৬
স্বা- বিশ্ব কে তুলসিয়ান (উপরূক্ত সভাগুলির জন্য মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান)

IndusInd Bank

ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রজিস্টার্ড অফিস: 2401, জেনারেল বিশ্বাসিয়া রোড, ফ্যানলিনমেট, পুরে – 411 001।

টেলি: +91 20 2634 3201 | ফ্যাক্স: +91 20 2634 3241

ওয়েবসাইট: www.indusind.bank.in | CIN: L65191PN1994PLC076333

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

গারান্টি 18, 2021 তারিখের আরবিট্রারি নিউসিকা অনুযায়ী, এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তিটি এতদ্বারা জারি করা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর শাখাগুলিতে নির্দিষ্ট নিম্নলিখিত সেক্ষ ডিপোজিট লকারগুলির, যেগুলির উপরে উল্লিখিত নির্বন্ধিত এবং কর্পোরেট অফিস রয়েছে, 7 বছরেরও বেশি সময় ধরে সুস্থ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে এবং 3 বছরেরও বেশি সময় ধরে ভাড়া বকেয়া রয়েছে।

সুপ্রাধিকৃত থাকা লকার সমূহ

ক্রম. নং.	শাখার নাম	সোল আইডি	লকার নং.	লকার ধারকের নাম	লকার সূত্র হওয়ার তারিখ
1	উড স্ট্রাট	0015	LK148	মীরা এবং ভানা বাম গুপ্ত	আগস্ট-08
2	আসানসোল	0128	LK9	পলি মন্ডল	ফেব্রুয়ারী-18
3	গিরীশ পার্ক	0052	LK4	রাজ কিশোর সোনি / সুনীতা ডি দানওয়ার	নভেম্বর-16
4	হাওড়া	0373	LK26D	বিশ্বালা শাউ	ডিসেম্বর-14
5	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK26/B	অমিত সেক সরকার	নভেম্বর-16
6	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK48/B	শশ্বতী রক্ষিত	জুলাই-20
7	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK58A	সোনালী দাস	জানুয়ারী-22
8	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK9C	শিলাদিভা রায়	ফেব্রুয়ারী-20
9	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK20/C	অমিত সেক সরকার	এপ্রিল-16
10	প্রিন্স আমোয়ার শাহ রোড	0314	LK15/B	দেবোজ্ঞা কট্টাচার্য্য	আগস্ট-16

ভাড়া বকেয়া থাকা লকার সমূহ

ক্রম. নং.	শাখার নাম	সোল আইডি	লকার নং.	লকার ধারকের নাম	বকেয়া রাশি	ভাড়া অনাবায়ের তারিখ
1	কাকুদগাতি	0305	LK8/A	বিনীত কুমার	₹78,800 + GST	2019
2	সব্টলেক, সেন্টর-1	0526	LK252	নোহা জৈন	₹23,250 + GST	2017
3	সব্টলেক, সেন্টর-1	0526	LK13	তুলসি আর বান্যাস্ত্রী	₹18,750 + GST	2019
4	বায়ুইপুর	0313	LK6	ফানু চক্রবর্তী	₹4,500 + GST	2021
5	সিআইটি রোড	1336	LK89	শাহনাজ হোসেইন	₹12,000 + GST	2021
6	প্রিন্স আমোয়ার শাহ	0314	LK13/A	প্রদীপ মন্ডল	₹14,500 + GST	2016
7	টালিগঞ্জ	1036	LK118	একবৃন্দ ভান্নাহাঙ্গুপা	₹40,000 + GST	2019
8	ব্যাঙ্কজাট	1631	LK84	ভ্রমিনিক সিন্ধিয়ার সোের	₹9,000 + GST	2021
9	উড স্ট্রাট	0015	LK42	আর সুলতানা	₹60,000 + GST	2015
10	হাওড়া	0373	LK4C	নিমেশ শেঠ	₹3,900 + GST	2022
11	কসবা	0872	LK88	সায়ন্তনী দান	₹6,000 + GST	2022
12	সব্টলেক, সেন্টর-1	0526	LK195	নিজো জে সাল্লি	₹10,000 + GST	2022

ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক শাখায় নির্বন্ধিত টিকিটার উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের লকারগুলির অবস্থার এবং ভাড়া বকেয়া থাকার বিষয়ে রেজিস্টার শোস্ট / ক্লাইমায়ের মাধ্যমে দুইবার বখাখরকমে নোটিশ প্রেরণ করেছে।

লকার চুক্তির নিয়ম শর্তাবলী অনুযায়ী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে 14 দিন পরে সেক্ষ ডিপোজিট লকারগুলি সোালর প্রস্তাব করছে, যাতে একটানা 3 বছর ধরে ভাড়া বকেয়া থাকার কারণে এবং পরিশোধ না করার কারণে লকারে রাখা জিনিসপত্র হেফাজতে নেওয়া যায়।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পরে ভাড়া বকেয়া থাকা লকারের জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোরূপভাবেই দায়বদ্ধ থাকবে না।

স্থান: মুম্বই

তারিখ: 25 ফেব্রুয়ারি, 2026

ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর পক্ষে
স্বাক্ষরকারী
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী



মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে

সবুজসাথী

প্রকল্পের দ্বাদশ পর্যায়ের

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের

বাই-সাইকেল বিতরণ

দূরনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ ভবানীপুর, কলকাতা থেকে

এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করবেন

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী



- ২০১৫-১৬ থেকে শুরু হওয়া এই সবুজসাথী প্রকল্পে বিগত ১১ পর্যায়ের প্রায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষের অধিক ছাত্র-ছাত্রী সুবিধা পেয়েছে
- দ্বাদশ পর্যায়ের প্রায় ১২.৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী সবুজসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবে
- ২০২৬ সালে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবম শ্রেণিতে পড়ছে, তারা এই সুবিধা পাবে
- এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে

অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D35২4(10)/2026

অনুপ্রবেশ

বাংলাদেশি সন্দেহে ভিন্‌রাজ্যে বাঙালি নিগ্রহ এখন রুটিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হওয়া উচিত নয়, তবু কিছুটা যেন-বা গা-সওয়া। এরই মাঝে খবর, ‘বাংলাদেশি সন্দেহে যুবককে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হল’ (আজকাল, ১৬/০২/২০২৬) এই বাংলার তুখাওই— পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বেলদা থানা এলাকার বাখরাবাদ স্টেশনের কাছে। বেসালুরু থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে আসছিলেন মুর্শিদাবাদের যুবক মানারুল শেখ। সকালে শৌচাগারে গিয়েছিলেন, দু’জন লোক এসে তাঁর প্যান, আধার কার্ড দেখতে চায়। যুবক তা দেখানোর পর তাঁকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। ট্রেনের গতি কম ছিল, প্রাণে বেঁচে গেছেন যুবক। কিন্তু চকিতে মনে হয়, এখানেও? না, দূরপাল্লার ট্রেন, এমন ধরে নেওয়ার কারণ নেই, আক্রমণকারীরা বাংলায়ই। তবু খটকা, হওয়া কি অসম্ভব? ঘটল তো বাংলার তুখাওই! অসম্ভব নয়, কারণ রাষ্ট্রচালকদের অনুপ্রবেশ তত্ত্বের খন্দের এই বাংলার ভদ্রসমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। টিভিতে, সমাজমাধ্যমে বিস্তর চোঁচামেচি শুনতে পাচ্ছি। চোখের সামনেই দেখছি, সন্দেহ ও বিদ্বেষের ঢালাও চাষ চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় অনেকে অনুপ্রবেশকারীর ভূত দেখে বেড়াচ্ছেন! অতঃপর পথেঘাটে সন্দেহ করে বেড়াও, আর সন্দেহ হলেই দেখতে চাও প্যান, আধার! ভাবখানা এমন, রাষ্ট্র নথি দেখতে চাইছে, আমরাই বা পারব না কেন? এ তো পবিত্র জাতীয় কর্তব্য! অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে রাষ্ট্রের কিছু সাবধানতা থাকতে পারে, কিন্তু যেটা ঘটছে, তা হল এই নিয়ে নাগরিকদের মনে বিদ্বেষ চারিয়ে দেওয়া। বাংলার মনেও বিদ্বেষ চারিয়ে দেওয়া। এই অনুপ্রবেশটা কিন্তু ঝের বেশি বিপজ্জনক। হিংস্র।

প্রিয় সম্পাদক

ঘোর দুর্বিপাকে ইমরান!

একদা তাঁকেই বলা হত বিশ্ব ক্রিকেটের ‘কিং খান’! পাকিস্তানকে অবিখ্যাস্য তাবে ১৯৯২-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপে টুফি জেতানোর মূল কাভারিও ছিলেন তিনিই। ইয়ান চ্যাপলন থেকে ডেভিড গাওয়ার— কতবারই তো তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। নাক-উঁচু ইংরেজ প্রেসও অক্সেসে তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন ‘ক্যাস্টেন মার্ভেলস’ অভিজ্ঞান। এ-হেন ইমরান খান নিয়াজির শরীর-স্বাস্থ্যের অবনতি প্রসঙ্গে গোটা দুনিয়া জুড়েই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ঢেউ। ক্রিকেট ছাড়াই পর রাজনীতিতে এসেছেন। গড়ে তুলেছেন নিজের দল ‘তেহরিক-ই-ইনসাফ’ (পিটিআই)। পাক-রাজনীতির ক্রেদ, ঘোর দুর্বিপাক তাঁকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিমজ্জিত করেছে গভীর চোরাবাণিতে। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদের চক্ষুশূল তিনি। তাই দীর্ঘদিন ধরে জেলে পচতে হচ্ছে ক্রিকেটের এই উজ্জ্বল



কিবদন্তিকে। অভিযোগ, জেলের ভিতরে তাঁর সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। এমনকী, তাঁর চিকিৎসা-পঞ্জিকতেও রয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত গাফিলতি। এমনতাবস্থায়, সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, মেগ য়ানিং-সহ ক্রিকেট বিশ্বের ১৪ জন প্রাক্তন অধিনায়ক পাকিস্তান সরকারের কাছে জার্জি জানিয়েছেন ইমরানকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের। দেখা যাক, শাহবাঘ শরিফরা এবার অন্তত নড়োড়ে বসেন কি না!

● *শুভঙ্কর সাহা
বেংলা, কলকাতা*

সানি-কপিলরাই আসল ভারত

একদিকে কলঘোয় পাক-অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলালেন না আমাদের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। অন্যদিকে, সেইদিনই ইমরান খানের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর চিকিৎসার উদ্যোগ নিচ্ছেন সুনীল গাভাসকার, কপিলদেবরা। মূদ্রার দুই পিঠে দুটো ছবি। প্রথমটা যতটা নিন্দনীয়, দ্বিতীয়টা ততটাই গর্ব করায় মতো। সুনীল গাভাসকার, কপিলদেবের মতো মানুষরা কেন খেলা ছাড়াই এত বছর পরেও শ্রদ্ধার আসনে, তা আবার প্রমাণিত।

অতীতে কি ভারত-পাক তিক্ততা ছিল না? রাজনীতিকরা মাঝে মাঝেই বগাড়া করেছেন, গরম গরম বিবৃতি দিয়ে উত্তেজনা জ্বিয়ে রেখেছেন। কিন্তু খেলার মাঠে তার আঁচ সেভাবে পড়ত না। তাই ভারতের জনতাও ইমরান, আক্রামদের আপন করে নিয়েছিলেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ তরুণীর হৃদয়ধ্ব হয়ে উঠেছিলেন ওয়াসিম আক্রামের মতো তরুণ। আজও আক্রাম টিক ততটাই জনপ্রিয়।

ক্রিকেট এভাবে যাবতীয় সর্দীর্পতার বেড়া ভেঙে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাইরে যখন নানা তিক্ততা, তখন ক্রিকেট মেলে ধরছে সম্প্রীতির সুন্দর ছবিটা। কিন্তু এখন এরা ক্রিকেট মাঠেও তিক্ততা ভেঁকে আনতে চান। নইলে, এঁদের শান্তি হচ্ছে না। দোষটা সূর্যকুমারদের নয়। তাঁদের বাধ্য করা হচ্ছে এমন অসভ্যতা করতে। এই অসভ্যতার নাম কখনই ‘দেশপ্রেম’ নয়। বরং, সবকিছুর উর্গে উঠে সানি-কপিলরা যে ভূমিকা পালন করলেন, এটাই হল আসল ‘দেশপ্রেম’। বহির্বিধ এই ভারতকেই শ্রদ্ধা করে। টাকার জোরে ধরাকে সরা জ্ঞান করা আর সীমাহীন অসভ্যতা করে চলা বোর্ড শুধু ঘৃণাই ছড়াতে জানে। তাই তাঁদের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা নয়, ঘৃণাই বরাদ্দ থাক।

● *অমিতভ বিশ্বাস
লিলুয়া, হাওড়া*

সাতশোর আলোয় ঝলমলে রশিদ খান

এবারের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের পারফরমেন্স প্রত্যাশিত মানে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৩ সালের ৫০ ওভার বিশ্বকাপে আফগানদের যে রুদ্রমূর্তি আমরা দেখেছিলাম, তার পাশে এবারকার কুড়ি-বিশে তাদের দাপট যেন অনেকটাই ম্লান। তবে, শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের ম্যাচে ওঁদের লড়াই মনে থাকবে অনেকদিন। ২০ ওভারে ফয়সালা না হওয়ায় একটা নয়, দু-দুটো সুপার ওভারের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সেনিন জয়ী দলকে নির্ণয় করতো যা সালা বল্লের মিনিয়োচার ফর্ম্যাটেও নজিরবিহীন। এরই মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আফগান অধিনায়ক রশিদ খানের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট প্রাপ্তি। দিল্লির অরুণ জেলসি স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে সবুজ আরব আমিরাহির বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় তুলে নেয় আফগানিস্তান। সেই ম্যাচেই রশিদ এই অনন্য মাইলফলকটি গড়েন আমিরশাহির ব্যাটার মহম্মদ আরফানকে হিট-উইকেট আউট করে। বলাই বাহুল্য, টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে রশিদ খানই হলেন প্রথম বোলার যিনি ৭০০ উইকেটের ‘ম্যাজিক ফিগার’ স্পর্শ করলেন। দেশের জাতিসে আন্তর্জাতিক ম্যাচের পাশাপাশি হরের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের হয়ে কুড়ি-বিশের আসরে নেমে এই অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন রশিদ। হার্টিক অভিনন্দন রইল।

● *সমরেশ দাশগুপ্ত
খড়দা, উঃ ২৪ পরগনা*

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net



সম্পাদকীয় | বিবিধ

‘দক্ষিণের বারান্দা’র সুপবন

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্যানভাসে ‘ব্র্যান্ড লাইন’ বা ‘নর্থ-সাইথ ডিভাইড’ একটি বহুলচর্চিত ধারণা। এই তাত্ত্বিক বিভাজন অনুযায়ী, পৃথিবীর উত্তরাংশ— অর্থাৎ আমেরিকা, পশ্চিম

ইওরোপ, জাপান হল সমৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। বিপরীতে, বিশ্ববরেখার নীচের বা দক্ষিণের দেশগুলি— লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া— দারিদ্র ও অনুন্নয়নের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই বৈশ্বিক লেন্সটি যখন আমরা ভারতের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রের ওপর ফেলি, তখন এক বিশ্ময়কর কূটাত্মস বা পারাডক্সের জন্ম হয়। ভারতের ক্ষেত্রে উন্নয়নের কম্পাসটি যেন সম্পূর্ণ উল্টোমুখী। এখানে বিদ্যুৎ পর্বতের উত্তরের বিশাল অংশ যখন দারিদ্র, নিরক্ষরতা আর জনবিস্ফোরণের ভারে ন্যূন, তখন বিদ্যুতের দক্ষিণাত্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তির হাত ধরে এক আধুনিক ও প্রগতিশীল ভারতের গল্প বলে। কেন ভারতের ভাগ্যালিপি উত্তর থেকে সরে দক্ষিণে স্থানান্তরিত হল, তা কেবল ভূগোলের বিচার্য বিষয় নয়। বরং এর নেপথ্যে রয়েছে ইতিহাস, সমাজনীতি ও অর্থনীতির এক জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি সমীকরণ।

এ আলোচনার শুরুতেই ভূগোলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দক্ষিণাত্য মূলত একটি উপদ্বীপীয় অঞ্চল। এর দীর্ঘ তটরেখা বা কোস্টলাইন এই অঞ্চলকে ঐতিহাসিক ভাবেই বিশ্ববািজ্যের প্রবেশদ্বার করে তুলেছিল। ব্রিটিশ আমল বা তারও আগে রোমান ও আরব বণিকদের যুগ থেকেই মাদ্রাজ (চেন্নাই), কোচিন, বিশাখাপত্তনম কিংবা ম্যাঙ্গালোরের মতো সমুদ্রবন্দরগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধমানি হিসেবে কাজ করেছে। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের এই সহজলভ্যতা দক্ষিণকে প্রাকৃতিক ভাবেই শিল্পায়নের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অন্য দিকে, উত্তর ভারত মূলত স্থলবেষ্টিত। সমুদ্র থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্বের কারণে শিল্পায়নের কাঁচামাল আমদানি বা পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উত্তরের রাজ্যগুলি, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ, বরাবরই লজিস্টিকস বা পরিবহণের প্রতিকূলতায় ভুগেছে। কিন্তু ভূগোল বা সমুদ্রের সান্নিধ্যই কি উন্নয়নের একমাত্র চাবিকিটি? তা হলে গুঁড়িগার দীর্ঘ উপকূল থাকা সত্ত্বেও তারা কেন তামিলনাড়ু বা কেরলের মতো গত তিন দশকে ধাবমান গতিতে এগোতে পারেন না? এখানেই প্রবেশ ঘটে ‘হিউম্যান ক্যাপিটাল’ বা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রসঙ্গটির, যা এই দুই অঞ্চলের মধ্যে আসল প্রাচীর খাড়া করে।

দক্ষিণের এই উত্থানের বীজ বোনা হয়েছিল স্বাধীনতার বহু আগে, তাদের সামাজিক ইতিহাসের গভীরে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারত সাক্ষী হয়েছিল এক প্রবল স্রাবিড় ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের। পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী, নারায়ণ গুরু কিংবা জ্যোতিবা ফুলের মতো ব্যক্তিত্ব যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন ছিল। উত্তরের রাজনীতি যখন আবর্তিত হয়েছে উচ্চবর্ণের অধিপত্য বা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে, দক্ষিণের আন্দোলন তখন আঘাত করেছিল বর্ণপ্রথার মূলে এবং দাবি তুলেছিল সর্বজনীন শিক্ষার। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর থেকেই তামিলনাড়ু ও কেরল শিক্ষাকে ‘প্রিভিলেজ’ নয়, বরং ‘অধিকার’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ছয়ের দশকেই কে কামরাজ তামিলনাড়ুতে ‘মিড-ডে মিল’ চালু করেন, যা কেবল শিশুদের পুষ্টিই নিশ্চিত করেনি, স্কুলছুটির হারও শূন্যের কোঠায় নিয়ে এসেছিল। উত্তর ভারত যখন মন্দির-মসজিদ বা মণ্ডল-কম্বলুর রাজনীতিতে ব্যস্ত, দক্ষিণ তখন নিঃশব্দে স্কুল, কলেজ আর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গড়ে তুলেছে। যার

ফলাফল আজ আমরা দেখছি— কেরলে সাক্ষরতার হার ৯৬ শতাংশের বেশি, যেখানে বিহার বা উত্তরপ্রদেশে তা এখনও ৭০-৭৫ শতাংশের গণ্ডিতে ঝুকছে।

পরিসংখ্যানের আয়ামায় এই বিভাজন আরও প্রকট ও নির্মম। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতের পাঁচটি দক্ষিণী রাজ্য— তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ ধারণ করে, অথচ দেশের মোট জিডিপি-তে তাদের অবদান ৩০ শতাংশেরও বেশি। মাথাপিছু আয়ের দিকে তাকালে বৈষম্যটি চোখে পড়ার মতো। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুর একজন গড় নাগরিকের বার্ষিক আয় উত্তরপ্রদেশের একজন নাগরিকের তুলনায় প্রায় তিন থেকে চার গুণ বেশি। কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা আজ ভারতের আইটি হাব। নয়ের দশকে যখন ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের হাওয়া লাগল, তখন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ বা চেন্নাই প্রস্তুত ছিল তাদের বিশাল ইংরেজি শিক্ষিত ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন যুবসমাজ নিয়ে। উত্তরের রাজ্যগুলিতে তখনও মৌলিক শিক্ষার কাঠামোই নড়বড়ে, ফলে বিদেশি বিনিয়োগ বা সার্ভিস সেক্টরের জোয়ার সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি।

তবে এই উন্নয়নের সবচেয়ে বড় নির্ধারক সম্ভবত ‘জনমিতা’ বা ডেমোগ্রাফি। গত তিন দশকে দক্ষিণ ভারত

রিপ্লেসমেন্ট লেভেল ফার্টিলিটি ২.১-এর অনেক নীচে। এর অর্থ, দক্ষিণের জনসংখ্যা আগামী দিনে কমবে এবং সেখানে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকবে— অর্থনীতিবিদরা যাকে বলেন ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এখন নির্ভরশীল জনসংখ্যা (শিশু ও বৃদ্ধ) কম, ফলে রাজ্য সরকারগুলি তাদের বাজেটের একটা বড় অংশ সরাসরি উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর খরচ করতে সক্ষম। অন্য দিকে, উত্তরে এখনও বিপুল সংখ্যক শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জোগান দিতেই রাজকাষের বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়।

এই উন্নয়ন-বেষম্য ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপরেও এক নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ট্যুনাপোডেন সৃষ্টি করেছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ এবং জিএসটি ক্ষতিপূরণ নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কগুলি এই সত্যকেই স্মারনে আনে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির অভিযোগ, তারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসনে সাক্ষ্য দেখানোর ‘শান্তি’ ভোগ করে। ভারতের কর কাঠামোর অদ্ভুত সমীকরণে, দক্ষিণের রাজ্যগুলি কেন্দ্রে যে রাজস্ব জমা দেয়, তার অতি সামান্য অংশই তারা ফেরত পায়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক বা তামিলনাড়ু কেন্দ্রে ১ টাকা কর দিলে ফেরত পায় মাত্র ১৫ থেকে ৩০ পয়সা। অথচ বিহার বা উত্তরপ্রদেশ ১ টাকা

দিলে ফেরত পায় ২ থেকে ৩ টাকা। অর্থাৎ, দক্ষিণের পরিশ্রম অর্জিত অর্থ উত্তরের উন্নয়নে ব্যয় হয়। অর্থনীতির ভাষায় একে ‘ট্রান্স-সার্বসিটি’ বলা হতো, রাজনৈতিক ভাষায় ‘এটি দক্ষতাকে দণ্ড দিয়ে অদক্ষতাকে পুরস্কৃত করার নান্দ্যর’। দক্ষিণের অনেক অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ তাই প্রশ্ন তোলেন— জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ রাজ্যগুলির দায়ভার কেন অনন্তকাল ধরে সফল রাজ্যগুলি বহন করবে?

ভারতীয় শহর ও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রের দিকে তাকালেও আমরা এই ‘দক্ষিণমুখী’ উন্নয়নের ছায়া দেখতে পাই। এ কেবল জাতীয় স্তরে নয়, মাইক্রো-লেভেলেও সত্য। কলকাতা, মুম্বই কিংবা দিল্লির মতো মহানগরগুলির ক্ষেত্রেও ‘সাইথ’ বা দক্ষিণ অংশটিই আজিজাতা ও আধুনিকতার প্রতীক। এর কারণ মূলত উপনিবেশিক যুগের পরিকল্পনা।

পুরনো শহরের (যেমন উত্তর কলকাতা বা পুরনো দিল্লি) খিঞ্জি গুলি ও অপরিষ্কার আবাসন থেকে বেরিয়ে ব্রিটিশরা এবং পরবর্তী শাসকরা যখনই নতুন উপশহর বা স্যাটেলাইট টাউনসিপ স্থাপন করেছে, তারা বেছে নিয়েছে দক্ষিণ দিকটিকেই। একই ভাবে বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রেও, উত্তরের চেয়ে যোজন এগিয়ে দক্ষিণ। এর কারণ সেই একই— রাজধানীর অবস্থান, বিনিয়োগের কেন্দ্রীকরণ এবং ঐতিহাসিক প্রশাসনিক গুরুত্ব। আসলে ভারতের উন্নয়নের এই উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন কোনও আকস্মিক ঘটনা বা কাকতালীয় বিষয় নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং রাজনৈতিক সিদ্ধিছার ফসল। দক্ষিণ ভারত প্রমাণ করেছে, কেবল বড় বড় ফ্লাইওভার বা মূর্তি নির্মাণ করলেই উন্নয়ন হয় না। আসল উন্নয়ন ঘটে শ্রেণিকক্ষে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং নারীর ক্ষমতায়নে। অমর্ত্য সেন যাকে ‘কেপেবিলিটি অ্যাপ্রোচ’ বা সক্ষমতা বৃদ্ধি বলেছেন, দক্ষিণ ভারত সেই পথেই হেঁটেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যে অদ্ভুতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে, তা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের কাছেও শিক্ষনীয়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভে-৫-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মোট প্রজনন হার বা টোটাল ফার্টিলিটি রেট ২.০-তে নেমে এলেও, রাজ্যেদের এ রিটচ আকাশ-পাতাল। বিহারে একজন নারী গড়ে তিনটি সন্তানের জন্ম দেন, উত্তরপ্রদেশে তা ২.৪-এর কাছাকাছি। অথচ কেরল, তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবঙ্গে এই হার ১.৬ থেকে ১.৮-এর মধ্যে, যা জনসংখ্যার প্রতিস্থাপন হার বা

বৃদ্ধি বলেছেন, দক্ষিণ ভারত সেই পথেই হেঁটেছে। আজ যখন ২০২৬ সালের পর লোকসভা আসনের পুনর্বিন্যাস বা ‘ভিলিমিটেশন’ নিয়ে জল্পনা চমছে, তখন এই বিতর্ক আরও জোরোচ্চা হবে। কারণ, জনসংখ্যাকে ভিত্তি ধরলে দক্ষিণের রাজনৈতিক ক্ষমতা কমবে এবং উত্তরের বাড়বে। যে রাজ্যগুলি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল, তাদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্ব যদি ক্ষীণ হয়ে যায়, তবে তা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে নিঃসন্দেহে এক অশনি সঙ্কেত।

হাসিনা-ইউনূসদের আমলের মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

সমীর দে

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি

অতীতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক মামলাই প্রত্যাহার করছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। প্রতীতিস্যা ও রাজনৈতিক হয়রানি বন্ধ করতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে যেসব মামলা করা হয়েছে, সেগুলো পুনরায় যাচাই-বাছাই করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহারেরও নির্দেশ হয়েছে। নিরীহ মানুষ যাতে ভোগাধির শিকার না হন, সেইজন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘বিতর্ক ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলের ১৭ বছরব্যাপি বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া আরও

১,২০২টি মামলা প্রত্যাহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।’ আরেই ধরনের ১,০০৬টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিদেশ উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে রাষ্ট্রপতি হোম্মদ সাহাবুদ্দিনের দেওয়া সাক্ষাৎকারের সমালোচনা করছেন জামায়াতের আমির সফিকুর রহমান। তাঁর অভিযোগ, রাষ্ট্রপতি অনেক সত্যই গোপন করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করেছিল ইউনূসের সরকার। তাঁকে না জানিয়েই করা হয়েছিল বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি। নতুন সরকারের আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ারও সমালোচনা করেন সফিকুর। এ প্রসঙ্গে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, ‘বিএনপি প্রতিতিংসা নয়, বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে।’

নোটার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি

বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে নোটায় ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকায়, উপযুক্ত প্রার্থীরা কি নির্বাচিত হচ্ছেন? মঙ্গলবার একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এই প্রশ্ন করলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, ১৯৭১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে ফাঁক রয়েছে। তার ফলে একজন প্রার্থী থাকলে নোটায় ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না ভোটাররা। মামলার শুনানি লাঞ্ছিত প্রার্থীর বিচারপতি সূঁ কাট,

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেক্ষে। সেই সময় বিচারপতি বাগচী জানান যে, নোটা থাকার ফলে উপযুক্ত প্রার্থীরা কি নির্বাচিত হচ্ছেন? তার কথায়, নোটায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পড়লেও সেই ভোটারের নিরিখে কেউ নির্বাচিত হতে পারেন না। সে-কারণে, চেষ্টা করতে হবে সব ভোটারতা যাতে ভোট দেন এবং তার মধ্যে দিয়ে ভাল প্রার্থীরা উঠে আসেন। শিক্ষিত ও সম্পন্ন ভোটাররা ভোটধিকার প্রয়োগে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিন মামলাকারী আর্জির বিপরীত্যা করেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেক্ষরারামান। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ মে।

মোদিকে চ্যালেঞ্জ রাহুলের ‘সাহস থাকলে রদ করুন বাণিজ্য চুক্তি’

আবু হায়াত বিশ্বাস

ভোপাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি

‘সাহস থাকলে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি রদ করে দেখান’, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার ভোপালে ‘কিনান সন্দেশ’-এর মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তাঁর আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, আমেরিকার চাপের কাছে নরেন্দ্র মোদি আত্মসমর্পণ করছেন। দেশের কৃষকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে ট্রাম্পের আরোপিত শুদ্ধ বাতিল করেছে। এরপরেই বিভিন্ন দেশ আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি রদ করছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এ বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বলে অভিযোগ কংগ্রেস নেতারা। চুক্তির পেছনে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত চাপ কাজ করেছে বলেও ইঙ্গিত দেন রাহুল।

কংগ্রেসের অভিযোগ, একদিকে এপস্টিন ফাইলের ভয়। অন্যদিকে, আদানির বিরুদ্ধে মার্কিন আদালতে মামলা বুলছে, এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে আত্মসমর্পণ করে ছেড়ে মোদি সরকার। আমেরিকার কাছে ভারতীয় ডেটা তুলে দেওয়ার অভিযোগও করেছেন রাহুল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাডগেও মোদিকে নিশালা করে বলেছেন, ‘ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নেই মোদির। ছোট ছোট দেশ কৃষকদের জন্য লড়াচ্ছে, অথচ ভারতের কৃষকদের জন্য মোদিজি চুপ করে বসে আছেন।’

মধ্য ও উত্তর আমেরিকার প্রাণী অ্যান্ড ইটার (পিপিএলকাভুক) পিপিডের চাইতে উইহোপাকা খেতে বেশি পছন্দ করে।

দে যু

স্বরাষ্ট্র স্থায়ী কমিটিৰ বৈঠকে বকেয়াৰ হিসেব দিল তৃণমূল



বैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda

জেডওএসএআরবি, কলকাতা
২১এ, সদানন্দ রোড, ২ নং ফোর, কলকাতা-৭০০০২৬
ই-মেইল: armcal@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্বাবলম্বিত ব্যক্তিদের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সহস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)-এর সহস্থানসমূহ-সহ পেশীয়া সিকিউরিটিইজেন্সন আফ রিসনট্রিবিউশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্টস আইট, ২০০২(১)-এর পরিশিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জেড-ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ভেজরা বিবেচন পিনিবিলিটি(গেণ্ডা), বকসাল(গেণ্ডা) ও জার্মিনা(গেণ্ডা)র জমিদারদের জাতাব্যে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আবেদনকারীদের পরিচয়পত্র এই বিক্রয়ের পাঠ্যনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাকি অর্থ বরাদ্দে, সুরক্ষিত ক্ষমতার অধীনে ব্যাংক/পাবলিক এবং ব্যাংক অব স্কোলা, সুরক্ষিত ক্ষমতার অন্তর্গত আর্থিকরিত দ্বারা সঞ্চিত নেওয়া নির্বাহিত স্বাবলম্বিত স্বাবলম্বিত যেখানে যেমন আছে, যা বিক্রি আছে এবং/নেতাবে আছে/ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। স্বগৃহীতা/বকসাল/জার্মিনা/সুরক্ষিত পরিসম্পদ/বকসাল অর্থ/সরঞ্জাম মূল্য। ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না বাসা (ইএমটি) এবং ডিউ বাসের মূল্য (ডিউ বসের) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্র/লট নং	স্বগৃহীতা(গেণ্ডা) জার্মিনা(গেণ্ডা)/বকসাল(গেণ্ডা)-এর নাম ও টিকানা	জানা দায় (মোট দায়) সমস্ত জমাব সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য ইএমটি অর্থ/বাস্তবিক	দখলের প্রক্রিয়া (পেশনমূলক/বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মোর্সার সিং আলায়্যে আয়্যে স্থিল নিমিটেড, ওঃ, ব্রক: ডি, কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ নিঃশেষন সিং, মিঃ কামলেশ্বর সিং ও মিঃ মহেশ্বর সিং, বাকসাল টিকানা: পি-১৮৪, নিয়াইটি রোড, রিম নং VI.M, কলকাতা-৭০০০২৪ মিঃ রবীন্দ্র সিং ও মিঃ রাজেন্দ্র সিং, উভয়ের টিকানা: ২২৭/১০১, মানিকতলা মেলা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৮	শিল্পকার্যে ব্যবহার করা ইয়ায় যারপক্ষে ফাঁকা ভবন ইয়ায় স্থিতি ও বিবরণ: টুইটলি নং ৩৪, ব্রক: ডি, কল্যাণী, হুটলিয়ার জেলা-নদিয়া, পশ্চিম চান্দানারি, থানা-পাড়া, পোয়াথ-চান্দানারি, থানা-কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, কল্যাণী পুরসভার এলাকাধীন, জমির পরিমাপ-৮৪৯.৬৪ কাঠা।	₹8,00,00,00/- + অপ্রকৃত সুর ও চার্জ	১২.০২.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে ১২.০২.২০২৬ ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণের	₹8,০০,০০,০০০/- ₹৩৯,৭৬,০০০/- ₹২,০০,০০,০০০/-	বাস্তবিক	০৫.০২.২০২৬ দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা

বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তিগুলির বিক্রি সক্রান্ত বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি এবং এই বিক্রির অপরায়ন শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুরোধপূর্বক <https://www.bankofbaroda.bank.in-e-auction>।
লিঙ্ক এবং <https://baanknet.com> ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সন্ধান বিভাগের পরদারে অনুমোদিত আর্থিকরিত অফিসারের সহিত এই মোবাইল নথি মোতায়েন করতে পারেন: মোবাইল: ৯৬৩২৫৫৫৮৮৮।

বাকসাল জমাদা এবং এই বিক্রির নিয়ন্ত্রক অপর শর্তাবলি নিম্নরূপ:
মহানামা হাইকোর্ট, কলকাতা দ্বারা নিম্নলিখিত জরুরি পিএন ১৭৩৩৬/২০১৪-এর ফ্রেম্বিতে সরকারি কর্তৃপক্ষের তরফে জমাকৃত নথি মোতায়েন:
গা কল্যাণী সারানিয়ার পত্র নং ১১৯, ১২৭, ১৩৬ সন্ধান বিভাগের সুরক্ষিত ক্রয়ের সময় আদায় দিতে হবে।
গা কল্যাণী সারানিয়ার পত্র নং ১১৯ হারে সুর বাবদ ৬.০০.১১৭৬ থেকে ৩.১২.২০১৪ হারে ৪০.৮০.৪৪.০০ হারে ক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া সুল আদায় দিতে হবে।
গা আইজিয়ার, পশ্চিমবঙ্গের থেকে জমির মূল্যায়ন অনুযায়ী মোট জমির বর্তমান আইজিয়ার অনুমোদিত ওপর ১৬ ভ্যাংগা হারে টাকদারের পাঠ্যনা যাবে।

তারিখ: ১৫.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

বিদায় শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য



অনুমোদিত আর্থিকরিত
ব্যাঙ্ক অফ বারোদা

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যামেডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডাৰ

Bhatpara Municipality
Ref.:e-NIQ No-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/3119,
Date-20-02-26 (2nd Call)
e-NIQ is invited by the Executive officer, Bhatpara Municipality for 07 nos. different works in different wards under Bhatpara Municipality. Last Date of Submission of tender is on **04/03/2026 at 12-00 Noon**. Details may be seen in **wbtenders.gov.in**
Sd/
Executive Officer, Bhatpara Municipality

ৱেলঙৱেৰ জলাপ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ জনা ই-নিলাম কৰ্মসূচী		
জিওগ্ৰাফি, সিগ্ৰাম/এনএফআৰ/নিউ জলপাইগুড়ি অফিচিয়েল অৱীল মাৰ্চ ২০২৬ মাসেৰ জনা ইউনিট ভিত্তিক ৱেলঙৱেৰ জলাপ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ জনা নিৰ্ধাৰণ অনুযায়ী ই-নিলাম কৰ্মসূচী স্থিৰ কৰা হৈছে। জিওগ্ৰাফি-নিউ জলপাইগুড়িৰ জনা		
ক্র.নং	মাস	স্থিৰ কৰা তাৰিখ
১	মাৰ্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬
আলিপুৰদুৱাৰ জিলাৰ জনা		
ক্র.নং	মাস	স্থিৰ কৰা তাৰিখ
১	মাৰ্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬
কাটিয়াৰ জিলাৰ জনা		
ক্র.নং	মাস	স্থিৰ কৰা তাৰিখ
১	মাৰ্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬

আগ্ৰহী বিভাগৰ আইআইএপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এৰ
মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে।
জিওগ্ৰাফি, চিফ মাৰ্চাণ্টেৰিয়াল ম্যানেজাৰ/নিউ জলপাইগুড়ি
ৱেলঙৱেৰ জলাপ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ জনা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 36/SC-II/R&B/KMDA/W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (2nd Call)
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, Circle-II, R&B Sector, KMDA, Block-A, 7th floor, Umayan Bhawan, Sahakia, Kolkata-700091, from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms / individuals contractors, Joint Venture, Consortium for the work, Sl. No., Name of Work, Tender ID, Value of the work, Earnest Money, Time of Completion, (10) CONSTRUCTION OF ROAD AT WARD NO-07 (Part-2) WITHIN RAIPUR SONARPUR MUNICIPALITY (List of 06 nos of road are attached in Annexure-I), Tender ID: 2026_KMDA_5012822_1, Value of Work: Rs. 1,59,84,414/-, Earnest Money: Rs. 3,19,688/-, Time of Completion: 60 (SIXTY) days; (21) CONSTRUCTION OF ROAD AT WARD NO-14 (Part-2) WITHIN RAIPUR SONARPUR MUNICIPALITY (List of 02 nos of road are attached in Annexure-I), Tender ID: 2026_KMDA_5012822_3, Value of Work: Rs. 1,95,08,812/-, Earnest Money: Rs. 3,90,176/-, Time of Completion: 60 (SIXTY) days; (29) CONSTRUCTION OF ROAD AT WARD NO-15 (Part-2) WITHIN RAIPUR SONARPUR MUNICIPALITY (List of 03 nos of road are attached in Annexure-I), Tender ID: 2026_KMDA_5012822_4, Value of Work: Rs. 2,57,33,946/-, Earnest Money: Rs. 5,14,679/-, Time of Completion: 60 (SIXTY) days; (35) CONSTRUCTION OF ROAD AT WARD NO-35 (Part-1) WITHIN RAIPUR SONARPUR MUNICIPALITY (List of 08 nos of road are attached in Annexure-I), Tender ID: 2026_KMDA_5012822_5, Value of Work: Rs. 2,42,10,289/-, Earnest Money: Rs. 4,84,206/-, Time of Completion: 60 (SIXTY) days. Last date & time of Online Bid submission: 18/03/2026 Time: 14:00 hrs for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-1377)
www.kmda.wb.gov.in www.tenders.wb.gov.in

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT
The D.G. (S&D), KMC invites e-Tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS-12U/25-26 (1st Call)
Name of Work: Repairing of pump base structure of 75 cusec vertical Pump Unit No. B with allied works BDPS. Estimated Cost: Rate to be quoted. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 20 days. Last date and time of submission of Bid: 11.03.2026 at 12 Noon. The bid forms and other details are available on and from 27.02.2026 at 5 p.m. from the website <https://wbtenders.gov.in>
The C.M.E. (SWM), KMC invites e-Tender online item rate two bid system for following work:
NIT No.: SWM-I/IDIST-IV/30/25-26
Name of Work: Thorough repairing of 06 (six) nos. damaged metal Container (4.5 cubic meter) of Ward No.-71, 73 and 80 under Br.-IX with painting and lettering of Dist-IV Garage under SWM-II department. Estimated Amount: ₹ 2,69,470.00. Earnest Money: ₹ 5,500.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of Bid: 02.03.2026 upto 1 p.m. The bid forms and other details are available on and from 21.02.2026 (6 p.m.) from the websites <https://etender.wb.nic.in> & <https://wbtenders.gov.in>
The Dy. C. E. (C)/SWM-I, KMC invites e-Tender percentage rate two bid system for following works:
(1) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-IV/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-I. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(2) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-II/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-II. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(3) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-III/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-III. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(4) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-IV/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-IV. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(5) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-V/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-V. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(6) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-VI/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-VI. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(7) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-VII/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-VII. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(8) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-VIII/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting

and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-VIII. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(9) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-IX/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-IX. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(10) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-X/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-X. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(11) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XI/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XI. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(12) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XII/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XII. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(13) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XIII/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XIII. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(14) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XIV/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XIV. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(15) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XV/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XV. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00.
(16) **NIT No.: SWM-I/TRICYCLE-1/BR-XVI/25-26**
Name of Work: Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged tricycle paddle vans and hand carts in Borough No.-XVI. Estimated Amount (Including GST): ₹ 2,50,000.00. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Time of Completion: 06 months (For Sl. No. 1 to 16). Price of Tender (₹): NIL (For Sl. No. 1 to 16). Bid submission start (online) date: 25.02.2026 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 to 16). Bid submission closing (online) date: 05.03.2026 (2 p.m.) (For Sl. No. 1 to 16). Bid opening for technical proposal (online) date: 07.03.2026 (2 p.m.) (For Sl. No. 1 to 16). The tender documents will be available on and from 25.02.2026 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 to 16) The websites <https://wbtenders.gov.in> and www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 16).

CORRIGENDUM
NIT No.: KMC/US/HQ/32/25-26/236 (1st Call)
published in this Newspaper on 09.01.2026 (Key No. 2180/25-26) of Uttaran Services Department. Last date and time of submission of Bid will be read as 05.03.2026 upto 11 a.m. instead of 23.02.2026 upto 11 a.m. Bid date and time for technical proposals will be read as 07.03.2026 at 11 a.m. instead of 25.02.2026 at 11.30 a.m. (2313/25-26)

West Bengal University of Animal and Fishery Sciences
68, Kshudiram Bose Sarani, Kolkata-700037
NOTIFICATION
E-tenders are invited for purchase of instrument, lease of ponds, chemical, glassware and plastic ware, regent etc. under WBUAFS. For details visit www.wbuaafscl.ac.in & www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Registrar

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Notice Inviting Quotation of No. 11 of 2025-26 by the of E.E./Diamond Harbour Highway Division. EE, Diamond Harbour Hwy Div, Dakshin Hazipur, Diamond Harbour- 743331 invites item rate tender. The details can be obtained from the Departmental Website & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. The quotations will be received by the undersigned within 05.03.2026 upto 03:00 P.M.
Sd/- EE,
Diamond Harbour Highway Division
P.W.(Roads) Directorate, Govt. of WB

"Cancellation of Advertisement"
This is with reference to the advertisement published on 24/2/2026 vide memo no-388/ICA/PURU dated-23/2/2026 regarding Walk-in-Interview for engagement of retired Guest Teacher & retired Group C & D is hereby cancelled due to administrative reason. Any inconvenience is regretted.
Sd/-
Sub-Divisional Officer, Raghunathpur, Purulia
Memo No. 401/ICA/PURU
Dt. 24/2/2026.

Government of West Bengal
Office of the Sub-Divisional Officer, Arambagh, Hooghly.
NIT No.- SDO/ABG/01/AGE-2026
Memo no.- 331/NIO/AGE-2026 dt. 23.02.2026
Sub-Divisional Officer, Arambagh invites e-Tender for (Submission of bid through online) Supply of Stationery Articles and Printing of Nomination Register, Forms, Log Book, Vehicle Requisition Book, Fuel Slip etc. i.c.w. Assembly General Election, 2026. For details information contact to the office of the SDO, Arambagh Last date of submission: 07/03/2026 upto 02.00 P.M. Details may be seen in wbtenders.gov.in
Sd/-
Sub-Divisional Officer
Arambagh Sub-Division

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of drain from Ashok Nandan house to Samar Bauri house, Booth No.-293 under D.M.C. area.
e-Tender No.: WBDPMC/W/354(APAS) of 25-26(3rd CALL)
Tender ID: 2026_MAD_5012961_1 • Est. Amt: Rs. 3,14,627.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
2) Name of the Work : Construction of Community Toilet at Simultala Colony, (B.C Roy Road) Borough-04, Ward No.-41, Booth 260.
e-Tender No.: WBDPMC/W/573(APAS) of 25-26
Tender ID: 2026_MAD_5012971_1 • Est. Amt: Rs. 8,49,078.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
3) Name of the Work : Construction of Bathing Ghat at Purbapara under Booth No.-229, Ward No.-39 Borough-04 of D.M.C.
e-Tender No.: WBDPMC/W/315(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID: 2026_MAD_5012974_1 • Est. Amt: Rs. 5,13,388.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
4) Name of the Work : Construction of concrete road near Amal Das house to G.C Roy's house, near Ahoke Mukherjee's house to Ujjwal Karmakar's House, Rabindra Pally C-Block, Ward No.-43 under D.M.C.
e-Tender No.: WBDPMC/W/315(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID: 2026_MAD_5012987_1 • Est. Amt: Rs. 5,17,748.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
5) Name of the Work : Laying of 20mm dia PVC underground pipe line for street tap at Gopinathpur near Mala Singh house, AC-276, Booth No.-202, Ward No.-28, Borough-04
e-Tender No.: WBDPMC/W/195(APAS) of 25-26(4th call)
Tender ID: 2026_MAD_5012947_1 • Est. Amt: Rs. 22,237.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
6) Name of the Work : Construction of 1 no, culvert near Battala at Khalpukur, Ward No.-29 under D.M.C. area
e-Tender No.: WBDPMC/W/193(APAS) of 25-26(4th call)
Tender ID: 2026_MAD_5012941_1 • Est. Amt: Rs. 49,822.00
Last Date : 03-Mar-2026 upto 05:00 PM
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

NOTICE
e-Tenders are invited from eligible agencies for the work follows:
Vide NIT No.-e-NIT No.- 10 of 2025-26 (Civil Works) (Memo no- 539/11011(17)/2/2024 Dated: 23.02.2026
Sl No. 1. Name of Work: Repairing of New Faculty Member Quarter at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013236_1
Sl No. 2. Name of Work: Repairing of Old Faculty Member Quarter at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013338_1
Sl No. 3. Name of Work: Repairing and Renovation of Boundary Wall with Gate and Security Room at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013398_1
Sl No. 4. Name of Work: Shed Connecting Hostel-1 to Hostel-2 with Two-Wheeler Shade at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013423_1
Sl No. 5. Name of Work: Construction of Underground Reservoir at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013448_1
Sl No. 6. Name of Work: Repair and Renovation of Faculty Member Building at Gandhi Bhavan, BRAIPRD Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013461_1
Sl No. 7. Name of Work: Roof Treatment of Composite Building at Gandhi Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013490_1
Sl No. 8. Name of Work: Roof Treatment of Main Hostel Building at Benoy Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013497_1
Sl No. 9. Name of Work: Repairing and Renovation of Boundary Wall with Gate and Security Room at Benoy Bhavan, BRAIPRD, Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_PRD_1013506_1
For details visit www.braiprd.org.in for more information.
Sd/-
OSD & EO, Additional Secretary
BRAIPRD, Kalyani, Nadia

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

Kolkata North Division, PWD

Sd/-

Executive Engineer

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HOUSING TENDER NOTICE
Executive Engineer, Medinipur Division, Housing Directorate invites online e-tender for the Ref. e-NIT No. 3 of 2025-26 of E.E. MED. DIVN. Est. Estimated Amount: NIT. Tender ID: 2026_WBPWD/1013308. Bid submission Start & Closing Date (Online): 26/02/2026 & 13/03/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Medinipur Division, Housing Directorate.

ICA- T5372(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
WBW/EE/MD/E-NIT-31/2025-2026 (Sl. No. 1 & 2)
On behalf of the Governor of West Bengal, online tenders is invited by the undersigned for 02 (Two) nos. of work under Metropolitan Electrical Division, I&W Dts., Govt. of West Bengal, Bid Submission End Date: 05.03.2026 at 11:00 A.M. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned in working days and also from website www.wbtenders.gov.in and <https://wbtdenders.gov.in> Sd/- (SANDIP ROY), Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division, Jaisampad Bhawan (4th floor), Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91, Mobile No-9476155032.

ICA- T5353(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
e-NIT No. WBW/CTU/CE(SW)/E-NIT-21(e)/2025-26, Sl. No-01,Sl-02, Tender ID: 2025_IW D- 980746. 1. In 2025_IW D-980746. 2 under Central Tender Unit, Irrigation & Waterways Directorate, Due to insufficient bidder (less than Three), Following change is to be made for Bid submission end date:- 05.03.2026 upto 10:00 Hrs. Instead of 21.02.2026, upto 17:00 Hrs. and Technical Bid opening date 05.03.2026, after 17:00 Hrs. Instead of 23.02.2026, after 17:00 Hrs. All other terms and conditions will remain unchanged. All necessary details may be obtained from West Bengal Government e-tender portal wbtdenders.gov.in Sd/- Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte.

ICA- T5350(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Senior Superintending Engineer, Southern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate, Block-I, 2nd floor, WB-RTS BUILDINGS, Kolkata-700001. e-NIT No. 3 of 2025-26 of Sr. SE/SHC, PWD invites online e-tender for the work of 1) Padmarhat Moghraj Road from 0.00 km to 6.05 km-Strengthening work including Protective Work under South 24 Parganas Highway Division in the district of South 24 Parganas under RID - XXXI. Estimated cost Rs. 10,46,86,768.00. Tender ID: 2026_SW_1012372.1. Bid submission start date: 24.02.2026 from 10:00 p.m. Bid submission end date (online): 19.03.2026 upto 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in the website. Details of NIT and tender documents may be downloaded from <https://wbtdenders.gov.in> & Office Notice Board. Sd/- SE/SHC, P.W. (Roads) Dte.

ICA- T5401(3)/2026

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regional Office: West Bengal, Block-A, Sector-4, Narayanganj, Kolkata-700001. Tel: 033-26010000, 033-26010001, 033-26010002, 033-26010003, 033-26010004, 033-26010005, 033-26010006, 033-26010007, 033-26010008, 033-26010009, 033-26010010, 033-26010011, 033-26010012, 033-26010013, 033-26010014, 033-26010015, 033-26010016, 033-26010017, 033-26010018, 033-26010019, 033-26010020, 033-26010021, 033-26010022, 033-26010023, 033-26010024, 033-26010025, 033-26010026, 033-26010027, 033-26010028, 033-26010029, 033-26010030, 033-26010031, 033-26010032, 033-26010033, 033-26010034, 033-26010035, 033-26010036, 033-26010037, 033-26010038, 033-26010039, 033-26010040, 033-26010041, 033-26010042, 033-26010043, 033-26010044, 033-26010045, 033-26010046, 033-26010047, 033-26010048, 033-26010049, 033-26010050, 033-26010051, 033-26010052, 033-26010053, 033-26010054, 033-26010055, 033-26010056, 033-26010057, 033-26010058, 033-26010059, 033-26010060, 033-26010061, 033-26010062, 033-26010063, 033-26010064, 033-26010065, 033-26010066, 033-26010067, 033-26010068, 033-26010069, 033-26010070, 033-26010071, 033-26010072, 033-26010073, 033-26010074, 033-26010075, 033-26010076, 033-26010077, 033-26010078, 033-26010079, 033-26010080, 033-26010081, 033-26010082, 033-26010083, 033-26010084, 033-26010085, 033-26010086, 033-26010087, 033-26010088, 033-26010089, 033-26010090, 033-26010091, 033-26010092, 033-26010093, 033-26010094, 033-26010095, 033-26010096, 033-26010097, 033-26010098, 033-26010099, 033-26010100, 033-26010101, 033-26010102, 033-26010103, 033-26010104, 033-26010105, 033-26010106, 033-26010107, 033-26010108, 033-26010109, 033-26010110, 033-26010111, 033-26010112, 033-26010113, 033-26010114, 033-26010115, 033-26010116, 033-26010117, 033-26010118, 033-26010119, 033-26010120, 033-26010121, 033-26010122, 033-26010123, 033-26010124, 033-26010125, 033-26010126, 033-26010127, 033-26010128, 033-26010129, 033-26010130, 033-26010131, 033-26010132, 033-26010133, 033-26010134, 033-26010135, 033-26010136, 033-26010137, 033-26010138, 033-26010139, 033-26010140, 033-26010141, 033-26010142, 033-26010143, 033-26010144, 033-26010145, 033-26010146, 033-26010147, 033-26010148, 033-26010149, 033-26010150, 033-26010151, 033-26010152, 033-26010153, 033-26010154, 033-26010155, 033-26010156, 033-26010157, 033-26010158, 033-26010159, 033-26010160, 033-26010161, 033-26010162, 033-26010163, 033-26010164, 033-26010165, 033-26010166, 033-26010167, 033-26010168, 033-26010169, 033-26010170, 033-26010171, 033-26010172, 033-26010173, 033-26010174, 033-26010175, 033-26010176, 033-26010177, 033-26010178, 033-26010179, 033-26010180, 033-26010181, 033-26010182, 033-26010183, 033-26010184, 033-26010185, 033-26010186, 033-26010187, 033-26010188, 033-26010189, 033-26010190, 033-26010191, 033-26010192, 033-26010193, 033-26010194, 033-26010195, 033-26010196, 033-26010197, 033-26010198, 033-26010199, 033-26010200, 033-26010201, 033-26010202, 033-26010203, 033-26010204, 033-26010205, 033-26010206, 033-26010207, 033-26010208, 033-26010209, 033-26010210, 033-26010211, 033-26010212, 033-26010213, 033-26010214, 033-26010215, 033-26010216, 033-26010217, 033-26010218, 033-26010219, 033-26010220, 033-26010221, 033-26010222, 033-26010223, 033-26010224, 033-26010225, 033-26010226, 033-26010227, 033-26010228, 033-26010229, 033-26010230, 033-26010231, 033-26010232, 033-26010233, 033-26010234, 033-26010235, 033-26010236, 033-26010237, 033-26010238, 033-26010239, 033-26010240, 033-26010241, 033-26010242, 033-26010243, 033-26010244, 033-26010245, 033-26010246, 033-26010247, 033-26010248, 033-26010249, 033-26010250, 033-26010251, 033-26010252, 033-26010253, 033-26010254, 033-26010255, 033-26010256, 033-26010257, 033-26010258, 033-26010259, 033-26010260, 033-26010261, 033-26010262, 033-26010263, 033-26010264, 033-26010265, 033-26010266, 033-26010267, 033-26010268, 033-26010269, 033-26010270, 033-26010271, 033-26010272, 033-26010273, 033-26010274, 033-26010275, 033-26010276, 033-26010277, 033-26010278, 033-26010279, 033-26010280, 033-26010281, 033-26010282, 033-26010283, 033-26010284, 033-26010285, 033-26010286, 033-26010287, 033-26010288, 033-26010289, 033-26010290, 033-26010291, 033-26010292, 033-26010293, 033-26010294, 033-26010295, 033-26010296, 033-26010297, 033-26010298, 033-26010299, 033-26010300, 033-26010301, 033-26010302, 033-26010303, 033-26010304, 033-26010305, 033-26010306, 033-26010307, 033-26010308, 033-26010309, 033-26010310, 033-26010311, 033-26010312, 033-26010313, 033-26010314, 033-26010315, 033-26010316, 033-26010317, 033-26010318, 033-26010319, 033-26010320, 033-26010321, 033-26010322, 033-26010323, 033-26010324, 033-26010325, 033-26010326, 033-26010327, 033-26010328, 033-26010329, 033-26010330, 033-26010331, 033-26010332, 033-26010333, 033-26010334, 033-26010335, 033-26010336, 033-26010337, 033-26010338, 033-26010339, 033-26010340, 033-26010341, 033-26010342, 033-26010343, 033-26010344, 033-26010345, 033-26010346, 033-26010347, 033-26010348, 033-26010349, 033-26010350, 033-26010351, 033-26010352, 033-26010353, 033-26010354, 033-26010355, 033-26010356, 033-26010357, 033-26010358, 033-26010359, 033-26010360, 033-26010361, 033-26010362, 033-26010363, 033-26010364, 033-26010365, 033-26010366, 033-26010367, 033-26010368, 033-26010369, 033-26010370, 033-26010371, 033-26010372, 033-26010373, 033-26010374, 033-26010375, 033-26010376, 033-26010377, 033-26010378, 033-26010379, 033-26010380, 033-26010381, 033-26010382, 033-26010383, 033-26010384, 033-26010385, 033-26010386, 033-26010387, 033-26010388, 033-26010389, 033-26010390, 033-26010391, 033-26010392, 033-26010393, 033-26010394, 033-26010395, 033-26010396, 033-26010397, 033-26010398, 033-26010399, 033-26010400, 033-26010401, 033-26010402, 033-26010403, 033-26010404, 033-26010405, 033-26010406, 033-26010407, 033-26010408, 033-26010409, 033-26010410, 033-26010411, 033-26010412, 033-26010413, 033-26010414, 033-26010415, 033-26010416, 033-26010417, 033-26010418, 033-26010419, 033-26010420, 033-26010421, 033-26010422, 033-26010423, 033-26010424, 033-26010425, 033-26010426, 033-26010427, 033-26010428, 033-26010429, 033-26010430, 033-26010431, 033-26010432, 033-26010433, 033-26010434, 033-26010435, 033-26010436, 033-26010437, 033-26010438, 033-26010439, 033-26010440, 033-26010441, 033-26010442, 033-26010443, 033-26010444, 033-26010445, 033-26010446, 033-26010447, 033-26010448, 033-26010449, 033-26010450, 033-26010451, 033-26010452, 033-26010453, 033-26010454, 033-26010455, 033-26010456, 033-26010457, 033-26010458, 033-26010459, 033-26010460, 033-26010461, 033-26010462, 033-26010463, 033-26010464, 033-26010465, 033-26010466, 033-26010467, 033-26010468, 033-26010469, 033-26010470, 033-26010471, 033-26010472, 033-26010473, 033-26010474, 033-26010475, 033-26010476, 033-26010477, 033-26010478, 033-26010479, 033-26010480, 033-26010481, 033-26010482, 033-26010483, 033-26010484, 033-26010485, 033-26010486, 033-26010487, 033-26010488, 033-26010489, 033-26010490, 033-26010491, 033-26010492, 033-26010493, 033-26010494, 033-26010495, 033-26010496, 033-26010497, 033-26010498, 033-26010499, 033-26010500, 033-26010501, 033-26010502, 033-26010503, 033-26010504, 033-26010505, 033-26010506, 033-26010507, 033-26010508, 033-26010509, 033-26010510, 033-26010511, 033-26010512, 033-26010513, 033-26010514, 033-26010515, 033-26010516, 033-26010517, 033-26010518, 033-26010519, 033-26010520, 033-26010521, 033-26010522, 033-26010523, 033-26010524, 033-26010525, 033-26010526, 033-26010527, 033-26010528, 033-26010529, 033-26010530, 033-26010531, 033-26010532, 033-26010533, 033-26010534, 033-26010535, 033-26010536, 033-26010537, 033-26010538, 033-26010539, 033-26010540, 033-26010541, 033-26010542, 033-26010543, 033-26010544, 033-26010545, 033-26010546, 033-26010547, 033-26010548, 033-26010549, 033-26010550, 033-26010551, 033-26010552, 033-26010553, 033-26010554, 033-26010555, 033-26010556, 033-26010557, 033-26010558, 033-26010559, 033-26010560, 033-26010561, 033-26010562, 033-26010563, 033-26010564, 033-26010565, 033-26010566, 033-26010567, 033-26010568, 033-26010569, 033-26010570, 033-26010571, 033-26010572, 033-26010573, 033-26010574, 033-26010575, 033-26010576, 033-26010577, 033-26010578, 033-26010579, 033-26010580, 033-26010581, 033-26010582, 033-26010583, 033-26010584, 033-26010585, 033-26010586, 033-26010587, 033-26010588, 033-26010589, 033-26010590, 033-26010591, 033-26010592, 033-26010593, 033-26010594, 033-26010595, 033-26010596, 033-26010597, 033-26010598, 033-26010599, 033-26010600, 033-26010601, 033-26010602, 033-26010603, 033-26010604, 033-26010605, 033-26010606, 033-26010607, 033-26010608, 033-26010609, 033-26010610, 033-26010611, 033-26010612, 033-26010613, 033-26010614, 033-26010615, 033-26010616, 033-26010617, 033-26010618, 033-26010619, 033-26010620, 033-26010621, 033-26010622, 033-26010623, 033-26010624, 033-26010625, 033-26010626, 033-26010627, 033-26010628, 033-26010629, 033-26010630, 033-26010631, 033-26010632, 033-26010633, 033-26010634, 033-26010635, 033-26010636, 033-26010637, 033-26010638, 033-26010639, 033-26010640, 033-26010641, 033-26010642, 033-26010643, 033-26010644, 033-26010645, 033-26010646, 033-26010647, 033-26010648, 033-26010649, 033-26010650, 033-26010651, 033-26010652, 033-26010653, 033-26010654, 033-26010655, 033-26010656, 033-26010657, 033-26010658, 033-26010659, 033-26010660, 033-26010661, 033-26010662, 033-26010663, 033-26010664, 033-26010665, 033-26010666, 033-26010667, 033-26010668, 033-26010669, 033-26010670, 033-26010671, 033-26010672, 033-26010673, 033-26010674, 033-26010675, 033-26010676, 033-26010677, 033-26010678, 033-26010679, 033-26010680, 033-26010681, 033-26010682, 033-26010683, 033-26010684, 033-26010685, 033-26010686, 033-26010687, 033-26010688, 033-26010689, 033-26010690, 033-26010691, 033-26010692, 033-26010693, 033-26010694, 033-26010695, 033-26010696, 033-26010697, 033-26010698, 033-26010699, 033-26010700, 033-26010701, 033-26010702, 033-26010703, 033-26010704, 033-26010705, 033-26010706, 033-26010707, 033-26010708, 033-26010709, 033-26010710, 033-26010711, 033-26010712, 033-26010713, 033-26010714, 033-26010715, 033-26010716, 033-26010717, 033-26010718, 033-26010719, 033-26010720, 033-26010721, 033-26010722, 033-26010723, 033-26010724, 033-26010725, 033-26010726, 033-26010727, 033-26010728, 033-26010729, 033-26010730, 033-26010731, 033-26010732, 033-26010733, 033-26010734, 033-26010735, 033-26010736, 033-26010737, 033-26010738, 033-26010739, 033-26010740, 033-26010741, 033-26010742, 033-26010743, 033-26010744, 033-26010745, 033-26010746, 033-26010747, 033-26010748, 033-26010749, 033-26010750, 033-26010751, 033-26010752, 033-26010753, 033-26010754, 033-26010755, 033-26010756, 033-26010757, 033-26010758, 033-26010759, 033-26010760, 033-26010761, 033-26010762, 033-26010763, 033-26010764, 033-26010765, 033-26010766, 033-26010767, 033-26010768, 033-26010769, 033-260107



শতবর্ষেও কণ্ঠে জাদু



শতম জন্মদিনে কণ্ঠজাদুতে মুগ্ধ করলেন চিরনবীন সঙ্গীতসাধক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ভাষা দিবসের সন্ধ্যায় গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ হলে উপস্থিত দর্শক এক বিমূ্যকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে রইলেন। সঙ্গীতাচাৰ্য ১০০শতম জন্মদিনেও চিরনবীন সঙ্গীতসাধক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠজাদুতে মুগ্ধ করলেন। শতায় সুরসাধক বিষ্ণুপুর ঘরানার তথা দেশের প্রাণী়তম কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীতাচাৰ্য পণ্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতাচাৰ্যকে ‘শ্ৰদ্ধাঞ্জলি’ নিবেদন করলেন তাঁর শিষ্য–প্রশিষ্যবৃন্দ। এই প্রথম এআই প্রযুক্তিতে তৈরি মানপত্র তুলে দেওয়া হল সঙ্গীতাচাৰ্যের হাতে। তার আগে শতম জন্মদিনে গাইতে বসে সঙ্গীতাচাৰ্য পণ্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠে তুলে নিলেন রাগ বেহাগে খেয়াল। ৫৩ মিনিট ধরে সুরেলা নিবেদনে বিলম্বিত থেকে রুচু খেয়ালে আস্থিত করে রাখলেন বিবেকানন্দ হলের সমস্ত শ্রোতাকে। ১০০ বছর বয়সে তার কণ্ঠজাগরণে সঙ্গে তান সরাগমে ভরপুর হারমোনিয়ামে সারাক্ষণ সুন্দর সঙ্গ দিলেন। গানের আগেই ছিল সঙ্গীতাচাৰ্যকে নিয়ে আজ্ঞা। শুরুতেই আজ্ঞা জমিয়ে দিলেন পূত্র পণ্ডিত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়,

পণ্ডিত রামানুজ দাশগুপ্ত। সঙ্গে সম্বালক দেবাশিস বসু। পরে এসে যোগ দিলেন পণ্ডিত সমর সাহা ও পণ্ডিত দিলীপ কর্মকার। তাঁদের আজ্ঞা ও স্মৃতিচারণায় উঠে এল পিতা–পুত্র সঙ্গীতাচাৰ্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতাচাৰ্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা অজানা কাহিনি। এদিন পিতাকে শ্ৰদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে পুত্র পণ্ডিত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘বিষ্ণুপুর থিওরি’ বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল সঙ্গীতাচাৰ্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সঙ্গীতাচাৰ্যের হাতে বইটি তুলে দিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্বপন দত্ত। পণ্ডিতের প্রকাশের আগে ‘বিষ্ণুপুর থিওরি’ বইটি নিয়ে বলেন বইটির প্রথম পাঠক এবং সম্পাদক, বিশিষ্ট দার্শনিক শৈলেন চক্রবর্তী। এই প্রথম অনুষ্ঠানে থেকে মঞ্চে সঙ্গীতাচাৰ্যের গান শুনলেন এবং শ্ৰদ্ধা জানানলেন স্ত্রী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও শতম জন্মদিনে সঙ্গীতাচাৰ্যকে শ্ৰদ্ধা জানানতে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, পণ্ডিত অনিন্দা চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অলোক নাহিড়ী, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত অরূপ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাই) প্রমুখ বিশিষ্টজন। সমগ্র অনুষ্ঠান সম্বালনায় দেবাশিস বসু।

‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘আগন্তুক’, সত্যজিতের সব ছবির সম্পাদক তিনি

দুলাল দত্তের আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: তিনি ছিলেন ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘আগন্তুক’, সত্যজিৎ রায়ের সব ছবির সম্পাদক। কিন্তু অন্তর্মুখী ও প্রচারবিমুখ দুলাল দত্তকে নিয়ে তিস্তন চর্চা হয় না। ইতিমধ্যেই তাঁর শতবর্ষ অতিক্রান্ত। ১৯২৫–এ তাঁর জন্ম, ২০২০–এ তাঁর প্রয়াণ। বেহালায় যে পাড়ায় তিনি থাকতেন, তারই কাছে পেরোরাবাগন রূাবের পাশে একটি পার্কের নামকরণ হয়েছে তাঁর নামে। তাঁর জন্মভাটখানের আগেই। স্থানীয় ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাৰ্থ সরকারের উদ্যোগে এ ভাবে সম্মান জানানো হয়েছিল এই প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র সম্পাদককে। রবিবার এই পার্কে পাৰ্থ সরকারের উদ্যোগেই স্থাপিত হল দুলাল দত্তের আবক্ষ মূর্তি। সেই উপলক্ষে আয়োজিত মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল চলচ্চিত্র পরিচালক ও গবেষক শান্তনু সাহার লেখা বই ‘দুলাল দত্ত: এক অন্তর্মুখী চিত্র–সম্পাদকের কাহিনি’। লাজ্জাদা প্রকাশিত এই বইটি দুলাল দত্ত সম্পর্কে এক আকর গ্রন্থ। শুধু সত্যজিৎ রায় নয়, অজয় কর, অসিত সেন থেকে

শুরু করে হরিসান্ন দাশগুপ্ত, তরুণ মজুমদারের মতো পরিচালকদের গুরুত্বপূর্ণ সব ছবি সম্পাদনা করেছেন দুলালবাবু। সত্যজিৎ–পুত্র সন্দীপ রায়ের একাধিক ছবির সম্পাদকও তিনি। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রের সম্পাদক দুলাল দত্তকে তাঁরই প্রতিবেশী মানুষের সম্মান ও শ্ৰদ্ধা জানানলেন এদিন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুলাল দত্তের ছেলে সিদ্ধার্থ দত্ত ছাড়াও দুলাল দত্তের ঘনিষ্ঠ গবেষক প্রান্তিক সান্যাল, পরিচালক অভিজিৎ গুহ ও ইহাদী চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র সম্পাদক সূজয় দত্তরায়া, গবেষক দেবর্ষি রায়চৌধুরি, বইটির লেখক শান্তনু সাহা, সাংবাদিক ও লেখক অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কাউন্সিলর পাৰ্থ সরকার ছাড়াও ছিলেন পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর অঞ্জন দাস। বেহালা রাইড স্কুয়ের উন্দেশ্দিপারের ব্লাড ধরে এগোনালৈ পড়বে পেরোরাবাগানের দুলাল দত্ত পার্ক। অবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের দিন তাকে নিয়ে গ্রন্থপ্রকাশ, দুলাল–চটায় নতুন পথের সূচনা করল।



যুদ্ধ, হিংসা ও অনন্ত নক্ষত্রবীথি

‘বাংলা অপেরা’র নতুন প্রযোজনা ‘কথা ছিলো হেঁটে যাবো ছায়াপথ’ এক গভীর সত্যের দিকে হেঁটে যেতে চায়েছে।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের ছায়াপথে হেঁটে যেতে গিয়ে বাস্তব এবং পুরাবাস্তব মিশে তৈরি হয়েছে নতুন নাটক ‘কথা ছিলো হেঁটে যাবো ছায়াপথ’। সেজন্মেই বাঙালিগণিকে তৈরি করেছেন নাটককার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তিনিই এ নাটকের নির্দেশক। এটাই ‘বাংলা অপেরায়’ তাঁর প্রথম নাটক পরিচালনা। প্রথম কাজেই চমক তৈরি করেছেন ভাস্কর।

এবং বিশ্মিত করেছে ‘বাংলা অপেরা’। মাত্র দু’বছরে পা দিয়ে, এই প্রযোজনায় ‘বাংলা অপেরা’ প্রমাণ করল, বাংলা মঞ্চে তাদের যাত্রী দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই দলের যিনি অভিভাবক, যিনি ‘অন্তঃপ্রণ’, সেই পাৰ্থ ভৌমিক যে থিয়েটার নিয়ে গভীর স্বপ্ন দেখেন, দীর্ঘায় বছরেই সেটা প্রমাণ করল ‘বাংলা অপেরা’। তাই দলের জন্মদিনে, কলকাতার মঞ্চে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেই স্বপ্নের শরিক হলেন দর্শকরা। বাস্তব যখন স্বপ্নের চয়েও সত্য, তখনই সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ভয়ঙ্কর তৈমুরের পরিবারে তৃতীয় পুরুষ হয়ে জন্ম নেয় উলুঘ বেগ। শারীরিক ক্রটি সত্ত্বেও তৈমুর আদাত পরাক্রান্ত। তেমন এক বংশে, তৈমুরের নাতি উলুঘ বেগ যুদ্ধে নয়, ভালাবাসায় বিশ্বাসী। সেই থিয়েটারে সাম্রাজ্য বিস্তারে নয়, মহাকাব্য বিস্তারে মগ্ন। সে বিজ্ঞানের পূজারী। সে তারাদের অবস্থান চিহ্নিত করে। মহাকাব্য ও তারাদের সামাজ্যে উলুঘ সন্ধান করে সত্যের। গবেষণাগার ও মানমন্দির তার সাম্রাজ্য। তেমন এক মানুষকে যখন মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়, সে মুকুট কাটার হয়ে ওঠে।

হিসা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যার আবহে দমবন্ধ হয়ে আসে উলুঘের। কোন কর্তব্য সে পালন করবে? এই দ্বন্দ্বকে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন ভাস্কর। অনেক চরিত্র, অনেক যুদ্ধ, হিংসা, লোভ, বিশ্বাসঘাতকতাকে এই নাটক ধারণ করে আছে। ফলে, বিরাট এক বিস্তার এই নাটকে, ইতিহাসের ছায়াপথকে ধরে।

মঞ্চে এই প্রযোজনায় এক জরুরি উপাদান, যা কখনও রাজপ্রসাদের রহস্যময় পরিবেশে ছমছম করছে, কখনও তা মানমন্দিরের অবস্থানকে স্পষ্ট করছে। ভাস্করের মঞ্চভাবনা ও সৌম্যজিৎ নাসের মর্ফনমিণ এ নাটকের বড় সম্পদ। গুভঙ্কর সের আলো তৈরি করেছে যথাযথ



একটি দৃশ্যে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ও দেবযানী সিংহ।

নাটকীয়তা। সঙ্গীত এবং আবহ অন্য মাত্রা যোগ করে। এ নাটকে কুশীলবদের টিমওয়ার্ক মুগ্ধ করে। প্রত্যেকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নাটককে। দেবযানী সিংহ সম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিত্বে মেমন উজ্জ্বল, তেমনই স্নেহের আলো–অন্ধকারে তৈরি করেন গভীর বাঞ্ছনা। তৈমুরের চরিত্রে ঝক দেব সম্পষ্ট করেছেন ভয়ঙ্করতা। সায়াস্ত মেয়েরে রাজপাণ্ডি উল্লেখের দাবি রাখে। অতনু মিত্র, শ্রমণা চক্রবর্তী, শ্রীমরী রায়, তুলিকা সাহা– প্রত্যেকেই নিজের চরিত্রে উজ্জ্বল। এবং উলুঘ বেগের চরিত্রে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় নানান আচরণ ও অভিবাঙ্কিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন, ইতিহাসের দুরূহ পেরিয়ে। সমরকন্দের সামগ্ৰিক পরিহিত্তিকে এক নাটকে অনেকেই ধরতে চয়েছেন ভাস্করা। তাই, অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে কাহিনিবৃত্ত। এবং জটিলতা। নাটকটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাই, আরেকটু সম্পাদনার দিকে ভাস্কর নজর দিতে পারেন।

এ নাটক স্পষ্ট করে তোলে, যুদ্ধ নয়, হিংসা নয়, হত্যা নয়, অসীমদের গাণ্ডীয যে অন্তরে সঙ্কতে রয়েছে, তার আধারিবার অনেক গভীর, অনেক সুদূরপ্রসারী। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য দখলের পরেও, থেকে যাবে ছায়াপথ। সেখানে আছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। সেই আলো আজও পথ দেখাতে পারে। এ নাটক সেই বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

অনি কুমার, বিজ্ঞা– অন্তিত কুমার, বাপিন্দা– ১৯২৬, ওয়ার্ড নং ৮, ষ্ট্রিট নং ২, কৃষ্ণানন্দপুর, টিটা রোড, পল্লি জোড়েশাল, সুবিমান–১৪৩০০৭কান্দিপে যে নাগের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজের লিমিটেড, ওয়ার্ড নং ০৯৮, রোজা গার্লস হোষ্টেল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২১১৪–এ অবস্থিত নীচে উল্লিখিত নিম্নলিখিত আসল নথিগতরঞ্জলি গণ ১৮-০২-২০২৬ তারিখে দিলি রোডে মতপূর্ণ ও গার্লস-র মধ্যে আমার অধিন থেকে হারিয়ে যা খোয়া গেছে।

বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:-
১. বিক্রোতা হিসাবে শ্রী প্রবীর কোলে, শ্রীমতী িশায়া ঘাড়া, শ্রীমতী প্রলি দাস এবং শ্রীমতী রেখা দাস এবং ক্রোতা হিসাবে প্রবাব সেন–এর মধ্যে সম্পাদিত ২০২২ সালের সাদল বিক্রয় দলিল এবং যা ডি এস আর-১, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-এ ৫৫৯০৪ থেকে ৫৫৯৩৮-এ নিবন্ধিত, এবং ২০২২ সালের দলিল নং ০২২৪১।
২. ডি এস আর ১, হুগলি-এর অধিনে যথাক্রমাবধা নিবন্ধিত ২০২৪ সালের আসল মোদ্যোপার্গন দলিল নং ০২২৪১।
৩. ০৫-০২-২০২০ তারিখে সম্পাদিত এবং এ ডি এস আর চন্দনদগর, কোলা– হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০২০, পৃষ্ঠা ৬০০৩৩ থেকে ৬০০৬৮-এ যথাক্রমাবে নিবন্ধিত, ২০২০ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০২২৪১।
৪. ০৫-০২-২০২০ তারিখে সম্পাদিত এবং এ ডি এস আর চন্দনদগর, কোলা– হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০২০, পৃষ্ঠা ৬০০৬৮ থেকে ৬০০৭০-এ যথাক্রমাবে নিবন্ধিত, ২০২০ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০২২৪১।
৫. ০৫-০২-২০২০ তারিখে সম্পাদিত এবং এ ডি এস আর চন্দনদগর, কোলা– হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০২০, পৃষ্ঠা ৬০০৬৮ থেকে ৬০০৭০-এ যথাক্রমাবে নিবন্ধিত, ২০২০ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০২২৪১।
৬. ২৫-০৮-২০২৪ তারিখে সম্পাদিত এবং এ ডি এস আর চন্দনদগর, কোলা– হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৮-২০২০, পৃষ্ঠা ৬০০৬৮ থেকে ৬০০৭০-এ যথাক্রমাবে নিবন্ধিত, ২০২০ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০২২৪১।
৭. ০৫-১১-২০২৩ তারিখে আসল বাংলা বিক্রয় দলিল যা যুদ্ধ সাব রেজিষ্টার শ্রীমানুগ–এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা ১৯০ থেকে ১৯৮-এ ১৯৬৮ সালের দলিল নং ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৬-এ নিবন্ধিত, ২০১৮ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০১৩৩৭।
৮. ০৫-১১-২০২৩ তারিখে আসল বাংলা বিক্রয় দলিল যা যুদ্ধ সাব রেজিষ্টার শ্রীমানুগ–এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা ১৯০ থেকে ১৯৮-এ ১৯৬৮ সালের দলিল নং ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৬-এ নিবন্ধিত, ২০১৮ সালের আসল দানপত্র দলিল নং ০১৩৩৭।
৯. বিক্রোতা হিসাবে বিমণ্য গায়েন এবং ক্রোতা হিসাবে নকুল চাচ গায়েন–এর মধ্যে সম্পাদিত ১১-০৭-১৯৭২ তারিখে আসল বাংলা বিক্রয় দলিল যা যুদ্ধ সাব রেজিষ্টার চন্দনদগর–এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১, ভলিউম নং ২০, পৃষ্ঠা ১৯০ থেকে ১৯৮-এ ১৯৬৮ সালের দলিল নং ১৬৮৫ হিসাবে নিবন্ধিত।
১০. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ১৫-০৮-২০১১ তারিখের, ২০১১ সালের আসল দলিল নং ১৬৪০১।
১১. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ১২-০৭-২০২২ তারিখের, ২০২২ সালের আসল দলিল নং ১৬৪০৩।
১২. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৩. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৪. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৫. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৬. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৭. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৮. এ ডি এস আর চন্দনদগর–এর অধিনে ০৬-১২-২০০৪ তারিখের, ২০০৬ সালের আসল দলিল নং ০০২৩০।
১৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২০. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২১. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২২. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৩. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৪. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৫. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৬. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৭. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৮. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
২৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩০. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩১. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩২. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৩. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৪. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৫. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৬. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৭. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৮. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৩৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪০. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪১. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪২. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৩. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৪. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৫. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৬. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৭. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৮. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৪৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫০. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫১. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫২. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৩. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৪. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৫. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৬. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৭. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৮. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৫৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬০. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬১. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬২. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৩. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৪. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৫. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৬. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৭. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৮. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর চন্দনদগর, হুগলি-এর অধিনে নিবন্ধিত এবং বুক নং ১-এ নিবন্ধিত, এবং ২০১৪ সালের দলিল নং ১৬৮৫।
৬৯. ০০-০৬-২০১৪ তারিখে আসল দানপত্র দলিল যা এ ডি এস আর

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম	ক) দারি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাদ্বা গ) দখলের তারিখ	ক) সরলক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ই-এমডি অর্থাদ্বা গ) বিত্ত বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১০	ব্রাহ্ম অফিস: কলকাতা মোসার রুল্লমিহী ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড ডিরেক্টরগণ: ১) রবিন্দর কুমার গোয়েল ২) বিজয় কুমার গুপ্তা ৩) হর্য গুপ্তা জামিনদার: অজয় কুমার গুপ্তা	উপরিস্থিত ২০০ বর্গফুট মাগের আর টি কাঠামো সমেত নিম্নোক্ত জমির সবনক্ক যার হ্রিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৭, জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৭ ছটাক ৩৬ বর্গফুট, বালি মিউনিসিপাল হোডিং নং ৭৭/১-এর অংশ, মালিপাটিঘড়া স্ট্রিট, আর এস দাগ নং ১১৮, ১১৯, ১২০, এল আর দাগ নং ১৩২, এল আর খতিয়ান নং ২৮, মৌজা- মালিপাটিঘড়া, বালি পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডেও এলাকাধীন, জে এল নং ১৭, থানা- বালি, জেলা- হাওড়া। এডিএসআর- হাওড়া গু) ১৪.০৮.২০২৩ সমীপে রেজিস্টার্ড ২০০৮ সালের দলিল নং I-১৯৮৯ অনুযায়ী সম্পত্তির বোধ মালিকানা ১) শ্রী রবিন্দর কুমার গোয়েল এবং ২) শ্রী অজয় কুমার গুপ্তা-এর নামে। [সম্পত্তি প্রতীকী দখলধারী]	ক) ০৬.০২.২০২৩ খ) ₹২,৫৩,২১৬,২৮১.১৫ তৎসহ সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ থেকে বকেয়া সূদ, অন্যান্য বরত ও প্রযোজ্য চার্জ গ) ১৪.০৮.২০২৩	ক) ₹১৮০.৪৮ লক্ষ খ) ₹১৮.০৪ লক্ষ গ) ₹০.৫০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৭০৮০৮০৮৩০]
১১	শাখা অফিস: কলকাতা রিয়্য মোহ	নিম্নোক্ত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (২ নং ফ্লোরে) পূর্ব দিক অভিমুখী সামান্য কর্মবৈশ ৪৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এয়ারায়ন্ড ফ্ল্যাট নং ৮এ-এর অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা- আড়িয়াদহ কানারহাটি, নিজ গ্রাম- আড়িয়াদহ, থানা- বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে এল নং ১, আর এস নং ১২, টৌজি নং ১৭৩, দাগ নং ৩৪৯০, খতিয়ান নং ১৬১০, ওয়ার্ড নং ৮, হোডিং নং ১৭৭১/১, ফ্রেমিসেস নং ৩৭, নং ১ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০৫১, কানারহাটি পুরসভার এলাকাধীন, এডিএসআর অফিস- কানীপুর, দমদম, বর্তমানে বেলঘরিয়া-এর অফিসেদ্রাধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৯ সালের দলিল নং ৩৫ ৬৮ অনুযায়ী ১১এর নামে। [সম্পত্তি প্রতীকী দখল ধরয়েছে]	ক) ০৭.০২.২০২৩ খ) ₹২০,৪৮,৪৭,৬৮০.০০ + এনএসএ হওয়ার থেকে সূদ ধারের তারিখ থেকে বকেয়া সূদ, অন্যান্য বরত ও প্রযোজ্য চার্জ গ) ১১.০৪.২০২৩	ক) ₹১৫.৪৬ লক্ষ খ) ₹১.৫৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৭০৮০৮০৮৩০]
১২	ব্রাহ্ম অফিস : কলকাতা- আইবিবি (২১৮৬০০) মোসার ইন্দো কেম ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রোপ্রাইটর: মিসেস সুমিত্রা সাহা স্বামী শ্রী শঙ্কর সাহা)	৪৪৮৯.৩৬ বর্গফুট মাগের ১২টি বিল্ডিং সমেত সামান্য কর্মবৈশ ৮ কাঠা ৪ ছটাক ৬৭ বর্গফুট ও বাড়ি অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার হ্রিতি ও বিবরণ: মৌজা- উদয়রাজপুর, প্লট নং ৬৩৫, খতিয়ান নং ১১৪০, জে এল নং ৪৩, থানা- মধ্যাঞ্চাল, হোডিং নং ১৬এ, আরবিদ সরণি, কলকাতা-৭০০১২৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর- কলসতে নিম্নলিখিত ২০০৬ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং I-০৪৯৮৫। সম্পত্তি শ্রীমতী সুমিত্রা সাহা, স্বামী শ্রী শঙ্কর সাহাের নামে। [সম্পত্তি প্রতীকী দখলধারী]	ক) ১১.১০.২০১৯ খ) ₹২,০১,৫৭,৮২০.০০ তৎসহ সর্বশেষ সূদ চার্জ করার তারিখ থেকে সূদ, অন্যান্য বরতাপতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ১০.০১.২০২০	ক) ₹১০৪.৪০ লক্ষ খ) ₹১০.৪৪ লক্ষ গ) ₹১.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৩	শাখা অফিস: পিএনবি নিউ মার্কেট (০৯০০০) মোসার নক্স অ্যান্ড শেফস ডেকস প্রাঃ লিঃ (প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী অমৃতা ব্যানার্জি এবং শ্রী প্রীতিশ রায়)	নিম্নোক্ত ১৬ কাঠা ০১ ছটাক মাগের জমি ও বাড়ি, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কোম্পানির পরতীয় যত্ন ও যত্নাধার ও অপর সকল স্থায়ী সম্পত্তি সমেত পরিমাণের সমন্বিত যার হ্রিতি ও বিবরণ: মৌজা- পাকুড়িয়া, জে এল নং ৫৪, সি এস এবং আর এস দাগ নং ১৮৮৪, এল আর দাগ নং ১৫০৩, আর এস খতিয়ান নং ৬৩৮, এল আর খতিয়ান নং ৬২৫/১, থানা- ডোমজুড়, সলপ-১, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১০৬৯, ২০১৯ সালের দলিল নং I-০০২০২ অনুসারে সম্পত্তির মালিকানা মোসার নক্স অ্যান্ড শেফস ডেকস প্রাঃ লিঃ (ডিরেক্টরগণ: (১) শ্রীমতী অমৃতা ব্যানার্জি, (২) শ্রী প্রীতিশ রায়)-এর নামে। [সম্পত্তি প্রতীকী দখল ধরয়েছে]	ক) ০৯.০১.২০২৩ খ) ₹৭,৪৮,৪৭,৪০৮.৫২ + সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ পরবর্তীতে উক্ত সূদ, অপর সকল বরতাপতি ও চার্জ গ) ১৯.১০.২০২০	ক) ₹৩৩১.০০ লক্ষ খ) ₹৩৩.১০ লক্ষ গ) ₹১.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৪	শাখা অফিস : কলকাতা- আইবিবি (২১৮৬০০) মোসার তানজিয়া গারমেন্টস, প্রোপ্রাইটর: মিঃ নুরুউদ্দিন তাজ	সামান্য কর্মবৈশ ২ কাঠা ২ ছটাক ২ বর্গফুট মাগের জমিতে নির্মিত 'মালিক' আরকড-২ নামে সাধারণভাবে পরিচিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের তৃত্বত্ব ভলে সামান্য কর্মবৈশ ১৪০০ বর্গফুট মাগের একটি ফ্লোরে অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার হ্রিতি ও বিবরণ: কৃষ্ণপুর মেন রোড, থানা- বাউইআট, পিন-৭০০১০২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, রাজারহাটি-গোপালপুর পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, বর্তমানে বিধাননগর পুরনামের এলাকাধীন, সি এস দাগ নং ৬৩০৮/৬৪৬, ৬১১০, আর এস দাগ নং ৪০২৮ ও ৪২০৯, সি এস খতিয়ান নং ৩৯১ ও ৪৪৫, আর এস খতিয়ান নং ২২৮/২২৫ ও ৫৮৩, জে এল নং ১৭, আর এস দাগ নং ১৮০, টৌজি নং ২২৮/২২৯, মৌজা- কৃষ্ণপুর। দলিল নং I-০১৯৬৬/২০১৯। মালিক-অসিয়া বেগম স্বামী মহঃ নুরুউদ্দিন তাজ। [সম্পত্তি ব্যান্ডের বার্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ২৯.০১.২০২২ খ) ₹৩৬,২১,৮০৯.৪৬ + সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ পরবর্তীতে উক্ত সূদ, অপর সকল বরতাপতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ২৫.০৫.২০২২	ক) ₹৪৭.৩৮ লক্ষ খ) ₹৪.৭৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৫	শাখা অফিস: ব্রাওন রোড (০১০০০০) মিঃ অজুদ আগরওয়াল এবং শিব প্রকাশ আগরওয়াল	টাওয়ার ৫ নামে সাধারণভাবে পরিচিত ১৩তম ফ্লোরে য-দ	ক) ১৯.০৪.২০২১ খ) ₹৪৪,৮৬,১৯৮.৫০ + এনএসএ/সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ পরবর্তীতে উক্ত সূদ, অপর সকল বরতাপতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ২১.০৯.২০২১	ক) ₹১১৭.৪১ লক্ষ খ) ₹১১.৭৪১ লক্ষ গ) ₹১.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৬	ব্রাহ্ম অফিস : কলকাতা, বিখারবিবি রোড (০০৯০০০) শ্রী সৈকত কুমার রায়	স্ব-দলদ্বারীয়া আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমস্ত পরিমাণ যার হ্রিতি ও বিবরণ: ফ্ল্যাট নং '১এ', সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১১৮৮ বর্গফুট, দ্বিতীয় তল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক অভিমুখী, 'ইয়াজি কনস্ট্রাক্স' তৎসহ বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে ১১০ বর্গফুট মাগের একটি কার পার্কিং স্পেস, প্রেমিসেস নং ২২৪, এম জি রোড, মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জে এল নং ৩১, আর এস নং ৩৩৪, টৌজি নং ৪১৬বি, দাগ নং ২৮, আর এস খতিয়ান নং ১৯৯, এল আর খতিয়ান নং ১৯১, থানা- হরিশেবপুর, কলকাতা পুরনামের ১৪২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, কলকাতা- ৭০০১০৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পঙ্গবা), তৎসহ বিল্ডিংয়ের নিম্নলিখিত সামান্য কর্মবৈশ ২১ কাঠা জমির অবিকৃত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ, এডিএসআর- হোহোলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রেজিস্টার্ড ২০১৯ সালের দলিল নং I-১৬০৭০৬৬০ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সৈকত কুমার রায়। [সম্পত্তি প্রতীকী দখলেধর অধীন]	ক) ০৩.০৯.২০২৪ খ) ₹৪৪,৪৬,৭৩২.২৬ নোটিস অনুযায়ী + বকেয়া সূদ ও চার্জ গ) ২৩.০৭.২০২৫	ক) ₹৪৪.৪১ লক্ষ খ) ₹৪.৪৪ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৭	ব্রাহ্ম অফিস : কলকাতা শেফাপিনার সরণি (০১৯০০০) মিসেস নীলাঞ্জনা ব্যানার্জি এবং নবন ব্যানার্জি	সীচি টাওয়ার নামে বিল্ডিংয়ের ফিফথ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৫জি এবং সমস্ত ও অধিহোদা অংশের সবনক্ক, মার্বেলের মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট, সুপার বিল্ড আপ এরিয়া কর্মবৈশ ১৪৩৭ বর্গফুট, যাতে তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং রুম ডাইনিং রুম, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট কার বাথরুম এবং দুটি বারান্দা আছে, জমির অবিকৃত সমানুপাতিক অংশ এবং বোধ সুবিধা এবং অন্যান্য এজমািল এবং আধা এজমািলের অবিকার এবং সাধারণ বোধ এলকার অবিকার সহ, পূর্ব হোডিং নং ৭৩০, পুরাতন নং ১৭৮৬, বর্তমানে ২৭৭৫৮ বি টি রোড, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩, আর এস দাগ নং ১১১৫/১৬৯৪ (পূর্বের সি এস দাগ নং ১১১৫ এর অংশ), আর এস খতিয়ান নং ১৪১৭ এবং আর এস দাগ নং ১১১৫/১৭০৪, পূর্বের সি এস দাগ নং ১৪৫৫ এর অংশ, আর এস খতিয়ান নং ১৪৮৭, মৌজা পানিহাটি, জে এল নং ১০, আর এস নং ৩২, টৌজি নং ১৭২ এবং ১৭৯, থানা খড়হর, আডিশনাল ডিউটি সার রেজিস্ট্রার সোদপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৪, পশ্চিমবঙ্গ, এডিএসআর সোদপুরে নিখুঁত রিক্রয় দলিল নং I-১৫২৪০২২৯৬/২০১৭, মালিক শ্রীমতী নীলাঞ্জনা ব্যানার্জি এবং শ্রী নবন ব্যানার্জি। [সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীন]	ক) ০১.০৪.২০১৯ খ) ₹৩৬,০২,৬৬৬.০০ নোটিস অনুযায়ী + বকেয়া সূদ ও চার্জ গ) ২৭.০৬.২০১৯	ক) ₹৩৭.৭৬ লক্ষ খ) ₹৩.৭৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৮	ব্রাহ্ম অফিস হাওড়া (২০৫০০০) মিঃ ওম প্রকাশ পাণ্ডা	পাকা ইটের তৈরি বিল্ডিংয়ের ফোর্থ ফ্লোরে উত্তর এবং পূর্ব অংশে, আর এস দাগ নং ১২৪, খতিয়ান নং ৭৩, মৌজা শিবপুর, জে এল নং ০১, পূর্ব হোডিং নং ১২, ভড়পাড়া রোড, হাওড়া পুরনামের অধিহোদাধীন, ওয়ার্ড নং ৪০, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া। ১০ কাঠা, ১৩ ছটাক, ১৩ বর্গফুট জমির অবিকৃত সমানুপাতিক অংশ সহ কমন প্যাসেজ, সকল এজমািল সহ। দলিল নং I-০০৬৫৫/২০০৪ অনুসারে সম্পত্তি শ্রী ওম প্রকাশ পাণ্ডার নামে। [সম্পত্তি প্রতীকী দখলের অধীন]	ক) ১০.০৩.২০২৫ খ) ₹২০,৬৬,৭২৯.৮১ নোটিস অনুযায়ী + বকেয়া সূদ ও চার্জ গ) ২০.০৬.২০২৫	ক) ₹২৯.৭৮ লক্ষ খ) ₹২.৯৮ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৮৫৮২৯৩৭৭৫৫]
১৯	শাখা অফিস: ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট নাইরিসকো ওয়ার্ড অসীনিারগণ: মিঃ চন্দ্রমোহন চৌহান এবং মিসেস সুমীতি সিং, স্বামী- মিঃ চন্দ্রমোহন চৌহান	সে'সাম আপার্টমেন্ট' নামক আবাসিক বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (২ নং ফ্লোরে) সামান্য কর্মবৈশ ১০৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এয়ারায়ন্ড ফ্ল্যাট নং ২বি এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (১ম ফ্লোরে) প্রায় ৮০ বর্গফুট মাগের একটি কার পার্কিং স্পেস যার হ্রিতি ও বিবরণ: ৩৬৭/১১৬, প্রিন্স আলমোয়ার শাঃ রোড, কলকাতা-৭০০৬০৬, মৌজা- আরকপুর-খাসপুর, জে এল নং ৩৯, টৌজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১০, দাগ নং ৩৬৭, ৩৬৯/১১১, খতিয়ান নং ১০, আলিপুর কালেক্টরেট, থানা- যাদবপুর, আরও- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পুরনামের ৯৩ নং ওয়ার্ড। ফ্ল্যাটটি আডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ আপিসওয়েল-১, কলকাতা সমীপে দুটি দলিল অনুযায়ী রেজিস্টার্ড যার একটি হল ২০০৭ সালের দলিল নং ০৫৩০৫। ফ্ল্যাটের মালিকানা শ্রী চন্দ্রমোহন চৌহান, পিতা- প্রয়াত রামকুমার সিং এবং শ্রীমতী সুমীতি সিং, স্বামী- শ্রী চন্দ্রমোহন চৌহান-এর নামে। [সম্পত্তি ব্যান্ডের প্রতীকী দখলে রয়েছে।] (সিএমএএ অর্ডার কার্যকর হয়েছে)	ক) ২৬.১২.২০১৩ খ) ₹৩,৭৫,৭০,০৫৫.৫২ + সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ পরবর্তীতে উক্ত সূদ, অপর সকল বরতাপতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ০২.০৫.২০১৪	ক) ₹৮১.০৯ লক্ষ খ) ₹৮.১১ লক্ষ গ) ₹০.৫০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৯০০২৪৫৭৬২০]
২০	শাখা অফিস: নিউ মার্কেট মিঃ সাইরাম ইল্লিঙ্গ এবং মিসেস ইল্লিঙ্গ চন্দ্র বন্দনা স্বত্বাধিকারী: মিঃ সাইরাম ইল্লিঙ্গ এবং মিসেস ইল্লিঙ্গ চন্দ্র বন্দনা	শেফাপিনার সরণি, ফ্রেমিসেস নং ৪৭৫, কলকাতা ৭০০০১৭-৩৫ নির্মিত 'স্বনল্লিঙ্গ টাওয়ার' নামক ভবনের ২ নং ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর ২এ (মার্বেল ফ্লোরিং), সুপার বিল্ড-আপ এরিয়া ২২৫০ বর্গফুট এবং কর্ডার এরিয়া ২১২৫ বর্গফুট, এটি কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নম্বর ৬৩-এ অন্তর্গত, 'আসিসি' নম্বর ১১০৬৩৪০৭০৯৩১, তৎসহ ভবনের কেন্দ্রে একটি একটি কার পার্কিং স্পেস নম্বর ১১ (সিমেটেড ফ্লোরিং) এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস নম্বর ১১ (সিমেটেড ফ্লোরিং) অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও আদুনামিক ১ বিবা ৯ কাঠা ১০ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট জমির অনুপাতিক অংশ এর সঙ্গে যুক্ত, এটি কলকাতা শহরের দক্ষিণ বিভাগের হোডিং নম্বর ৩২, ব্লক নম্বর ৫ এবং ৬, থানা- শেফাপিনার সরণির অন্তর্ভুক্ত। দলিল নম্বর I-১৯০২-০০৩৩৩/২০১৭। (সিএমএএ অর্ডার কার্যকর হয়েছে) [সম্পত্তি ব্যান্ডের প্রতীকী দখলে রয়েছে।]	ক) ২৩.০৪.২০২৫ খ) ₹৪১,৬৪,৪৭,৪৪৪.৩৮ + সর্বশেষ সূদ ধারের তারিখ পরবর্তীতে উক্ত সূদ, অপর সকল বরতাপতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ২৪.০৬.২০২৫	ক) ₹৩৭৭.০২ লক্ষ খ) ₹৩৮.০০ লক্ষ গ) ₹১.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সমেত [ডিলিং অফিসারের যোগাযোগ নম্বর: ৯০০২৪৫৭৬২০]

পংজাব নৈছানল বੈংক (भारत संस्कार का उद्गम)					
হেড অফিস: প্লট নং ৪, সেক্টর ১০, দ্বারকা, নতুন দিল্লি-১১০০৭৫ এয়ারএমবি কলকাতা ওয়েস্ট সার্কল: ১৪ নং ফ্লোর, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১					
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি					
আগের পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ...					
লট নং	শাখার নাম আ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীগণের নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাক গ) দখলের তারিখ	ক) সরেকশ মূল্য (লক্ষ টাকা) খ) ইএমডি অর্থাক গ) বিত্ত বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
২১.	পিএনবি: সি আর আর্ডিনিউ আ্যাকাউন্ট: মেসার্স ডিভিএন এটোরপ্রাইজ প্রোগ্রাইন্স: বিশাল কুমার পাসারি জামিনদার: মিসেস নীতা পাসারি	প্লান্ট এবং মেশিনারি সমেত 'বাণিজ্যিক আবাসন' জমি, বিভিৎ ও শেডের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, পরিমাণ কমবেশি ১৫.১২ কাঠা যার মধ্যে ৫.৮৯ কাঠার এল আর দাগ নং ২৬, আর এস দাগ নং ২৮; ৪.৬৭ কাঠার এল আর দাগ নং ২৭, আর এস দাগ নং ২৯ এবং ৪.৫৬ কাঠার এল আর দাগ নং ২৮, আর এস দাগ নং ৩০, এল আর খতিয়ান নং ৭৯৩, মৌজা-চতুর্ভুজকাটি, জে এল নং ২৩, তেজি নং-৯, কাদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, এয়ারএ-1, কলকাতা, 'উৎসব পার্ক', মূল্যগড়ের নিকট, ২০১৯ সালের দিল্লি নং ১৯০১০১৩৩৬ অনুসারে মালিক মিঃ বিশাল কুমার পাসারি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]	ক) ১৭.০১.২০২৩ খ) ৫৪,০০,৪৬৬.৩৮৫.৭৫ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ০৬.১০.২০২৩	ক) ৫৩,৫০,৯৬.৪০০.০০ খ) ৫৩,৫০,৯৬.৪৪০.০০ গ) ৫১.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯০০২৪৫৭৬২০]
২২.	শাখা অফিস: কলকাতা মেসার্স এস বি এটোরপ্রাইজ মিঃ শরপ ভট্টাচার্য (মেসার্স এস বি এটোরপ্রাইজ-এর প্রোগ্রাইন্স) শ্রীমতী সীমা ভট্টাচার্য (জামিনদার)	সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা ০৪ টাকার ৩৮-বর্গফুট জমি এবং তৎসংক্রান্ত ভিত্তিভা ভবন যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৬০/৫৫, পেনিন্সুলার, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পুরনিগমের অন্তর্গত, সম্পত্তির মালিক শ্রীমতী সীমা ভট্টাচার্য। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৫.০৯.২০২৩ খ) ৫৫,০৪,৬৯৯.৩৫৫ তৎসহ উদ্ধৃত সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ১৫.১২.২০২৩	ক) ৫৮৬.৬০৭ লক্ষ খ) ৫৮.৬০ লক্ষ গ) ৫০.৫০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯০০২৪৫৭৬২০]
২৩.	ব্রাঞ্চ অফিস সিদুর (ইউইএনআই) রাহুল ট্রেডার্স প্রোগ্রাইন্স রাহুল জয়সওয়াল ভাদুয়া, ডানকুনি, পোষ্ট অফিস মোমোরের, মৌজা ২৩, দাগ নং ২৩৮, হুগলি-৭১২২৫০	সম্পত্তি-১ : ১৮২৫ বর্গফুট সুপার বিট আপ এরিয়া বিশিষ্ট প্ল্যান্ট নং ৩০২, ৩য় তলৈ অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক পেন্স (ভবিষ্যত ভাড়া বা আয় সহ) যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কোমলপুর, শ্যাম টাওয়ার, জি টি রোড, থানা- কোমলপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৫৫, ওয়ার্ড নং ১৬, জে এল নং ৭, দাগ নং ১৩৩১৩, খতিয়ান নং ৩০১৬। দিল্লি নং ১-১৯০৪MD৫০১৩৮/২০২১ (অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যান্ডিউরেক অফিস-IV, কলকাতা), ভলিউম নং ১৯০৪-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৭৫৪৪৫ থেকে ৭৫৪৭৭। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- আল বানার্জি লেন; দক্ষিণ- অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- জি টি রোড; পশ্চিম- জুনিয়র স্কুল প্রাইমারি স্কুল। (প্রতীকী দখলদারিত্বে - নিএমএএ অর্ডার কার্যকর) সম্পত্তি-২ : ১৮২৫ বর্গফুট সুপার বিট আপ এরিয়া বিশিষ্ট প্ল্যান্ট নং ৩০১, ৩য় তলৈ অবস্থিত একটি বাণিজ্যিক পেন্স (ভবিষ্যত ভাড়া বা আয় সহ) যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- কোমলপুর, শ্যাম টাওয়ার, জি টি রোড, থানা- কোমলপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৫৫, ওয়ার্ড নং ১৬, জে এল নং ৭, দাগ নং ১৩৩১৩, খতিয়ান নং ৩০১৬। দিল্লি নং ১-১৯০৪MD৫১৭১৩৫/২০২১ (অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যান্ডিউরেক অফিস-IV, কলকাতা), ভলিউম নং ১৯০৪-২০২১, পৃষ্ঠা নং ৭৬৬৭৫৮ থেকে ৭৬৬৮০২। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ২০ ফুট চওড়া আল বানার্জি লেন; দক্ষিণ- অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব- ৬০ ফুট চওড়া জি টি রোড; পশ্চিম- জুনিয়র স্কুল/ প্রাইমারি স্কুল। (প্রতীকী দখলদারিত্বে - নিএমএএ অর্ডার কার্যকর) [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৪.০৮.২০২৫ খ) ৫৬,৮৭,০৮,৬৩০.৩৪ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ১৮.১২.২০২৫	ক) ৫৯৯.৭৫৬৮৭ লক্ষ খ) ৫৯.৯৮ লক্ষ গ) ৫২.০০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯০০২৪৫৭৬২০]
২৪.	পিএনবি: এয়ারএমবি কলকাতা ওয়েস্ট শিপ্রা দাস	একটি চার তলা (জি+৩) ভবনের তৃতীয় তলে (সামানের দিকে) অবস্থিত আবাসিক প্ল্যান্ট নং সি২ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোডিং নং ২৭০০, নারায়ণ, টাট ৪৪৬, জে এল নং ২৫, আর এস দাগ নং ০৩, তেজি নং ৫৬, আর এস দাগ নং ৮৮, আর এস খতিয়ান নং ১০১, থানা- পূর্ব যাদবপুর (পুরাতন কসবা), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা। এডিএসআর- নিয়ালদহ, দিল্লি নং ১৯০৪০৮১৮৩/২০১৯। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ৩০.১০.২০২১ খ) ৫২০,৩০,০৬৬.০০ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ৩০.০২.২০২২	ক) ৫২০.৭৪ লক্ষ খ) ৫২.০৮ লক্ষ গ) ৫০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৭০০৪১৫৫৭৯৯]
২৫.	পিএনবি-এয়ারএমবি কলকাতা ওয়েস্ট মেসার্স রাজা স্টোর্স	প্ল্যান্ট নং ২০২-এর সমন্বিত যার হোডিং নং ১/১, রোজমেরি লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, হাওড়া পুরনিগমের এলাকাধীন, সুপার বিট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট, থানা- গোলাবাড়ি, হাওড়া-৭১১১০১। [সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলধীন]	ক) ২১.০৬.২০২২ খ) ৫১,৩৭,৭৪,৩৯৪.৩৮ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ২৯.১০.২০২২	ক) ৫৪৯.৮৪ লক্ষ খ) ৫৪.৯৯ লক্ষ গ) ৫০.১০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৭০০৪১৫৫৭৯৯]
২৬.	পিএনবি: এয়ারএমবি কলকাতা ওয়েস্ট মেসার্স ভ্যালি ডিউ হোটেল	১. ১.০০ একর পরিমাণ জমি ও ভবন যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হুম তাকদহ খাসমহল, থানা- রলি রলিগাট, জেলা- দার্জিলিং, জে এল নং ১৩, খতিয়ান নং ১৭০, প্লট নং ৬৩০, ৬৩১ এবং ৬৩২। মালিক- শ্রীমতী চৈরিন সাহা। (প্রতীকী দখলদারিত্বে) ২. জমি ও ভবন: ১.১১ একর পরিমাণ জমি ও ভবন যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হুম তাকদহ খাসমহল, থানা- রলি রলিগাট, জেলা- দার্জিলিং, জে এল নং ১৩, খতিয়ান নং ৩৪৮, প্লট নং ৬৩৩ এবং ৬৩৬। মালিক- শ্রীমতী চৈরিন সাহা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ৩১.০৩.২০১২ খ) ৫১,৪৫,৮১,৪০৯.০০ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ২১.১২.২০১২	ক) ৫১৭.০৪ লক্ষ খ) ৫১.০১ লক্ষ গ) ৫০.৫০ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৭০০৪১৫৫৭৯৯]
২৭.	পিএনবি: এয়ারএমবি কলকাতা ওয়েস্ট মেসার্স হরটাদ রাই কিসারনাথ	৩য় তলে অবস্থিত আবাসিক প্ল্যান্ট নং ৩বি এবং আচ্ছাদিত পার্কিং পেন্স নং বি৩ যার স্থিতি ও বিবরণ: ক্যাড্রিকন নেষ্ট, প্রেমিসেস নং ৩, পোবিন্ডি অডি রোড, থানা- আলিপুর, কলকাতা ২৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মালিক- শ্রী নবীন কুমার পোদার এবং শ্রীমতী প্রিয়াজা পোদার। (প্রতীকী দখলদারিত্বে) ৩য় তলে অবস্থিত আবাসিক প্ল্যান্ট নং ৩এ যার স্থিতি ও বিবরণ: ক্যাড্রিকন নেষ্ট, প্রেমিসেস নং ৩, পোবিন্ডি অডি রোড, থানা- আলিপুর, কলকাতা ২৭, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মালিক- শ্রী রাজেন্দ্র কুমার পোদার এবং শ্রীমতী নির্মালা দেবী পোদার। (প্রতীকী দখলদারিত্বে) “লগা গার্ডেন”-এর ব্লক বি.র প্রথম তলে (দক্ষিণ- পশ্চিম দিকে) অবস্থিত আবাসিক প্ল্যান্ট নং বি২ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১০৬, কিরণ চক্ক সিংহ রোড, হাওড়া পৌরসংস্থর অন্তর্গত, থানা- নিবর্হা, হাওড়া ৭১১১০২। মালিক- শ্রী রাজেন্দ্র কুমার পোদার, শ্রী প্রবীণ কুমার পোদার। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৭.১১.২০২৫ খ) ৫৫,৯৮,৫৬,৬২৭.৮৩ তৎসহ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ১৮.০১.২০২৬	ক) ৫৯৬.৮৬ লক্ষ খ) ৫৯.৬৯ লক্ষ গ) ৫০.৫০ লক্ষ	২৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৭০০৪১৫৫৭৯৯]
২৮.	পিএনবি-নিউ মার্কেট (০১০৭২০) মেসার্স আহমেদ ট্রেডার্স	উপরিস্থিত শেড/বিল্ডিং সমেত নিম্নোক্ত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৭/৭৩৩, আর এস খতিয়ান নং ৩৬৬ সর্বমোট ৪ কাঠা ৯ ছটাক মাপের জমি এবং আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৭, আর এস খতিয়ান নং ৩৭২ সর্বমোট ৫ ছটাক মাপের জমি মিলিয়ে মোট জমি সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১৪ ছটাক, স্কিম প্লট নং ৪, এল আর খতিয়ান নং ১৮৫৮, মৌজা- বিঙ্গা, জে এল নং ৪, রে সা নং ১০৭, থানা- নিমতা, উত্তর দমদম পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ২০১৭ সালের দিল্লি নং 1-২৫২৬০৪০৪১। সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে (১) মিঃ ইরফান আহমেদ, পিতা- প্রয়াত শফি আহমেদ এবং (২) মিসেস নিলুফার আহমেদ, স্বামী- ইরফান আহমেদ- এর নামে। [সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলধীন]	ক) ০৫.০৭.২০২৫ খ) ৫৩২,৮৮,৩৮১.৫৩ তৎসহ এনপিএ/শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে বকেয়া সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ১০.১০.২০২৫	ক) ৫৮৭.৬৮ লক্ষ খ) ৫৮.৭৮ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]
২৯.	পিএনবি-পোস্তা ব্রাঞ্চ মেসার্স বিশ্বাস ট্রেডার্স	নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির সমন্বিত যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- হাতিশালা, জে এল নং ৮১, তেজি নং ৭, এল আর খতিয়ান নং ৯৬১, আর এস/ এল আর দাগ নং ৯৩৬/২৩৮০, দিগনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০২ সালের বিক্রয় দিল্লি নং ২৩০৬ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বব বিশ্বাস, পিতা- প্রয়াত তুলসী বিশ্বাস, দলিলাটি বৈ নং 1, ভলিউম নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ২৬৯ থেকে ২৭৬-তে নিবন্ধীকৃত, জমির পরিমাণ- ৩২ শতক (৯ ডেসিমেল আউশ এবং ২৩ ডেসিমেল বাসু), তৎসহ ২১০২ বর্গফুট মাপের (প্রথম তলের পরিমাণ ২০৮০ বর্গফুট) একটি একতলা কাঠামোযুক্ত বিল্ডিং, পোঃঅঃ- দিগনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে।	ক) ২৩.০৬.২০২০ খ) ৫৩৯,৭৫,৬১০.০০ + এনপিএ হওয়া/ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে উদ্ধৃত সুদ, অন্যান্য খরচাপাতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ২৫.০২.২০২১	ক) ৫৫৭.৯৪ লক্ষ খ) ৫৫.৭২ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ (আনুমানিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০)
৩০.	পিএনবি: ওসিএইচ স্ট্রিট শাখা সেবাসিন নন্দী	সামান্য কমবেশি ৮২৫ বর্গফুট সুপার বিট আপ এরিয়া বিশিষ্ট “এ-জে প্লাজা” নামক জি+৪ বিল্ডিং-এর চতুর্থ তলৈ অবস্থিত প্ল্যান্ট নং ৪ (২) এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোডিং নং ২৭৫, বানার্জি রোড (পশ্চিম), ওয়ার্ড নং ১৪, বারাসাট মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, জে এল নং ৮০, আর এস দাগ নং ৫৫৫, আর এস খতিয়ান নং ৬৯, এল আর খতিয়ান নং ২২২৯ এবং ২২৮৯, মৌজা- কনালিপুর্, থানা- বারাসাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪; দিল্লি নং ৮৪৩/২০১৭। সম্পত্তির মালিক: শ্রী সেবাসিন নন্দী এবং শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা নন্দী। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- এলিফ, ইরিসেমন সাব- ডিভিশনের সম্পত্তি; দক্ষিণ- বিক্রোভাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি; পূর্ব- বাশোর রোড; পশ্চিম- বিক্রোভাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১০.০৬.২০১৯ খ) ৫৩৪,৮৬,৫৩৩.৫৭ + এনপিএ হওয়া/ শেষ সুদ ধার্যের তারিখ থেকে উদ্ধৃত সুদ, অন্যান্য খরচাপাতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ২০.০৮.২০১৯	ক) ৫২২.০২ লক্ষ খ) ৫২.২০ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]

লট নং	শাখার নাম আ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীগণের নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাক গ) দখলের তারিখ	ক) সরেকশ মূল্য (লক্ষ টাকা) খ) ইএমডি অর্থাক গ) বিত্ত বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
৩১.	পিএনবি- সালকিয়া শাখা লেজেন্ড কুমার কেতিয়া	অনগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণটি উল্লেখ করবেন যা বন্ধকি দলিলা দলিলপত্রের (তফসিল 'বি') সঙ্গে সম্পর্কিত (দলিলা নং I-০৫০১০৯৭১৯/২০১৭ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত)। একটি ক্লাসেসপূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমন্বিত, ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ২ নং ফ্লোর, পরিমাণ প্রায় ১৩৫০ বর্গফুট (সুপার বিট আপ এরিয়া-সহ), এতে অন্তর্ভুক্ত ২ (দুইটি) বেডরুম, ২ (দুইটি) বাথরুম, ১ (একটি) কিচেন ডাইনিং ও লিভিং স্পেস, লিফটের সুবিধা আছে, তৎসহ জমির অবিতাজ্য আনুপাতিক অংশ (নীচে বর্ণিত), এর সঙ্গে যাবতীয় এজমালি অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক বিষয়াদি মুক্ত এবং এটি বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন অবস্থিত, যোগপাড়া, থানা- বালি, বর্তমানে নিশিন্দা, জেলা- হাওড়া, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেভিনিউ অফিস ও আডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেভিনিউ অফিস- হাওড়া। ফ্ল্যাটের চৌহদি ও চতুর্সীমা: উত্তর- সাধারণ সিঁড়ি; দক্ষিণ- সাধারণ সিঁড়ি; পূর্ব- ৪ ফুট চওড়া আচ্ছাদিত জায়গা এবং তারপরে অন্যদের ফ্ল্যাট; পশ্চিম- সাধারণ খোলা জায়গা। সামান্য কমবেশি ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ (দলিলা অনুযায়ী), তবে বাস্তবিক পরিমাণ অনুযায়ী এর পরিমাণ প্রায় ১০ কাঠা ৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট), এর ওপরে বহুতল ভবন বিদ্যমান এবং সমস্ত এজমালি অধিকার ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সহ, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত, যোগপাড়ার অন্তর্গত, সি এস দাগ নং ৭৩২৮, সি এস খতিয়ান নং ১৯৫১, সন্নিহিত আর এস দাগ নং ৭৩২৮/৭৭৬৯ এবং ৭৩২৮/১১৩৭, আর এস খতিয়ান নং ৭৪৮৬ এর অধীনে, মৌজা- বালি, জে এল নং ১৪, থানা- বর্তমানে নিশিন্দা (পুরাতন বালি), জেলা- হাওড়া, তৎসহ যাবতীয় এজমালি অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক বিষয়াদি মুক্ত। সম্পত্তির চৌহদি ও চতুর্সীমা: উত্তর- পঞ্চায়েতি রাস্তা (২০ ফুট চওড়া) এবং সাধারণ রাস্তা; দক্ষিণ- সরকারের সম্পত্তি এবং বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্ব- শ্রী অরুণ চক্ক নাথ এবং চক্কের সম্পত্তি; পশ্চিম- সাধারণ রাস্তা এবং তারপরে নির্মল মুখার্জির সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ১৭.০৭.২০২৫ খ) ৫২৮,৮৩,৮৩৩.০০ তৎসহ উদ্ধৃত সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ০৩.১২.২০২৫	ক) ৫৩৭.৪৭ লক্ষ খ) ৫৩.৪৮ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]
			৩২.	পিএনবি- সালকিয়া শাখা জিতেন্দ্র কুমার কেতিয়া	অনগ্রহপূর্বক ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণটি উল্লেখ করবেন যা বন্ধকি দলিলা দলিলপত্রের (তফসিল 'বি') সঙ্গে সম্পর্কিত (দলিলা নং I-৯৪৫২/২০১৭ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত)। একটি ক্লাসেসপূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমন্বিত, ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৩ নং ফ্লোর, পরিমাণ প্রায় ১৩৫০ বর্গফুট (সুপার বিট আপ এরিয়া-সহ), এতে অন্তর্ভুক্ত ২ (দুইটি) বেডরুম, ২ (দুইটি) বাথরুম, ১ (একটি) কিচেন ডাইনিং ও লিভিং স্পেস, লিফটের সুবিধা আছে, তৎসহ জমির অবিতাজ্য আনুপাতিক অংশ (নীচে বর্ণিত), এর সঙ্গে যাবতীয় এজমালি অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক বিষয়াদি মুক্ত এবং এটি বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন অবস্থিত, যোগপাড়া, থানা- বালি, বর্তমানে নিশিন্দা, জেলা- হাওড়া, ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেভিনিউ অফিস ও আডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেভিনিউ অফিস- হাওড়া। ফ্ল্যাটের চৌহদি ও চতুর্সীমা: উত্তর- সাধারণ সিঁড়ি; দক্ষিণ- সাধারণ সিঁড়ি; পূর্ব- ৪ ফুট চওড়া আচ্ছাদিত জায়গা এবং তারপরে অন্যদের ফ্ল্যাট; পশ্চিম- সাধারণ খোলা জায়গা। সামান্য কমবেশি ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ (দলিলা অনুযায়ী), তবে বাস্তবিক পরিমাণ অনুযায়ী এর পরিমাণ প্রায় ১০ কাঠা ৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট), এর ওপরে বহুতল ভবন বিদ্যমান এবং সমস্ত এজমালি অধিকার ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সহ, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত, যোগপাড়ার অন্তর্গত, সি এস দাগ নং ৭৩২৮, সি এস খতিয়ান নং ১৯৫১, সন্নিহিত আর এস দাগ নং ৭৩২৮/৭৭৬৯ এবং ৭৩২৮/১১৩৭, আর এস খতিয়ান নং ৭৪৮৬ এর অধীনে, মৌজা- বালি, জে এল নং ১৪, থানা- বর্তমানে নিশিন্দা (পুরাতন বালি), জেলা- হাওড়া, তৎসহ যাবতীয় এজমালি অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক বিষয়াদি মুক্ত। সম্পত্তির চৌহদি ও চতুর্সীমা: উত্তর- পঞ্চায়েতি রাস্তা (২০ ফুট চওড়া) এবং সাধারণ রাস্তা; দক্ষিণ- সরকারের সম্পত্তি এবং বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্ব- শ্রী অরুণ চক্ক নাথ এবং চক্কের সম্পত্তি; পশ্চিম- সাধারণ রাস্তা এবং তারপরে নির্মল মুখার্জির সম্পত্তি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]
৩৩.	পিএনবি- কলকাতা শাখা লিপিকা কুন্ডু	সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১০ বর্গফুট বাস্তু জমির ওপরে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম অংশে সামান্য কমবেশি ১০০ বর্গফুট (সুপার বিট আপ এরিয়া সহ) মাপের ফ্ল্যাট নং বি১ সর্বমোট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোডিং/প্রেমিসেস নং ২৭০০, মৌজা- নারায়ণ, রে সা নং ০৩, জে এল নং ২৫, তেজি নং ৫৬, খতিয়ান নং ১০১, আর এস দাগ নং ৮৮; কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, আসেনি নং ৩১-১০৯-০৮- ০১৪৪, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), এডিএসআর শিয়ালদহ, পোঃঅঃ- পঞ্চদশনগর, থানা- কসবা, কলকাতা- ৭০০০৯৪। সম্পত্তির চৌহদি ও চতুর্সীমা (স্বত্বদলিলা অনুযায়ী): উত্তর- প্লট নং ৩৪৫; দক্ষিণ- প্লট নং ৩৪৭; পূর্ব- দাগ নং ১১০; পশ্চিম- পুরনভার ৪০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০৭.০৩.২০২২ খ) ৫২৮,৮২,৫৭৯.০০ তৎসহ উদ্ধৃত সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ২৫.০৭.২০২৩	ক) ৫২৪.৮৪ লক্ষ খ) ৫২.৪৮ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]
৩৪.	পোস্তা শাখা মেসার্স রূপ প্রিন্টার্স	(১) জমি ও বাড়ি যার আর এস দাগ নং ১২৫২, এল আর এস খতিয়ান নং ১২, এল আর খতিয়ান নং ৬০, মৌজা- দক্ষিণ রাজাবরপুর, জে এল নং ১৯, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, রাজাবরপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জমির পরিমাণ- ০৪ কাঠা ০১ ছটাক ৩১ বর্গফুট, ২০০৯ সালের দলিলা নং ০২৩৪০। সম্পত্তির চৌহদি: উত্তর- ১২ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা; দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি; পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা; পশ্চিম- মানদলাল মজুমদারের সম্পত্তি। সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: মিঃ প্রসেনজিৎ মজুমদার ও মিসেস দীপা মজুমদার। (২) জমি ও বাড়ি যার আর এস দাগ নং ১২৫২, এল আর দাগ নং ১৬৬১, আর এস খতিয়ান নং ১২, এল খতিয়ান নং ৬০, মৌজা- দক্ষিণ রাজাবরপুর, জে এল নং ১৯, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, রাজাবরপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জমির পরিমাণ- ০১ কাঠা ০৯ ছটাক ৩২ বর্গফুট, ২০০৩ সালের দলিলা নং ০৪৪০৮। সম্পত্তির চৌহদি: উত্তর- মানদলাল মজুমদারের সম্পত্তি; দক্ষিণ- অনিমা মজুমদারের সম্পত্তি; পূর্ব- ৭ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা; পশ্চিম- অনিমা মজুমদারের সম্পত্তি। সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: মিঃ প্রসেনজিৎ মজুমদার ও মিসেস দীপা মজুমদার। (৩) জমি ও বাড়ি যার অবস্থান: ষ্ট্রিট নং ১, আর এস দাগ নং ১২৫২, আর এস খতিয়ান নং ১২, মৌজা- দক্ষিণ রাজাবরপুর, জে এল নং ১৯, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলি, রাজাবরপুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জমির পরিমাণ- ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক, ২০১০ সালের দলিলা নং ০২১৯৬। সম্পত্তির চৌহদি: উত্তর- মানদলাল মজুমদারের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ১৬ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা; পূর্ব- ৭ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা এবং প্রসেনজিৎ মজুমদারের সম্পত্তি; পশ্চিম- ৬ ফুট চওড়া যৌথ চলাচলের রাস্তা এবং হিমাংগ মজুমদারের সম্পত্তি। সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: মিঃ প্রসেনজিৎ মজুমদার ও মিসেস দীপা মজুমদার।	ক) ২৯.১১.২০১৮ খ) ৫৮৫,৬৪,০২৪.৭৯ তৎসহ এনপিএ/সর্বস্বের সুদ চার্জ করার তারিখ থেকে সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য চার্জ গ) ১০.০৪.২০১৯	ক) ৫৬০.৫৩ লক্ষ খ) ৫৬.০৫ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]
			৩৫.	পিএনবি- শ্রীরামপুর শাখা মেসার্স সাহাপুর কোন্ড ষ্টোরেজ	সাহাপুর কোন্ড ষ্টোরেজের নামে কোন্ড ষ্টোরেজের ইউনিটের কোন্ড ষ্টোরেজ বিল্ডিং এবং ১.৬৮ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: গ্রাম-সাহাপুর, পোঃ আ-পার্বতপুর, থানা- জামালপুর, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, জে এল নং ১০২, আর এস দাগ নং ৪৩১, ৪৩২ এবং ৪৩৫, এল আর দাগ নং ৫০৭ এবং ৫১১, ৫১২ আর খতিয়ান নং ১৮৫৭, ৯২১, ৯২২, ১৮৫৮ এবং ১৮৬০, মৌজা- সাহাপুর, পরাতাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা জামালপুর, জেলা বর্ধমান। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে রয়েছে]
৩৬.	পিএনবি- আরামবাগ শাখা শেখ মহম্মদ শফিক এবং ইশারত হোসেন	সামান্য কমবেশি ১৩ শতক বাস্তু জমি এবং তদুপরি নির্মিত কাঠামোর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সাপেদপুর, জে এল নং ৯৬, আর এস খতিয়ান নং ৪৬, এল আর খতিয়ান নং ১৪৫৬, আর এস দাগ নং ২৭০০ এবং এল দাগ নং ৩২২১, সাপেদপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলি। সম্পত্তির মালিক: শেখ মহম্মদ শফিক, পিতা- মৃত রহিম বক্স। আরামবাগ এডিসএআর অফিসে ১৯৭০ সালের ১০৬৩৬ নং দলিলা মতে রেজিস্ট্রিকৃত (বই নং ৬, ভলিউম নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ১২৯ থেকে ১৪৬)। সম্পত্তির চৌহদি ও চতুর্সীমা: উত্তর- শেখ মহম্মদ ইসমাইলের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ঋগগ্রহীতার সম্পত্তি; পূর্ব- ঋগগ্রহীতার সম্পত্তি; পশ্চিম- পিড্রনডি ডোড। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ০১.০৯.২০২৩ খ) ৫৩১,৩১,৭০৮.২০ তৎসহ উদ্ধৃত সুদ, অন্য সকল খরচাপাতি ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ গ) ২৩.১১.২০২৩	ক) ৪৪৫.১৩ লক্ষ খ) ৫৪.০৫ লক্ষ গ) ৫০.২৫ লক্ষ	১৭.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ [ডিলিং আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩১৯০৮৫০]



সামনের কাজ কঠিন। তবু, চেন্নাইয়ে অনুশীলনে হাসিখুশি সূর্যকুমার ত্রিগেড। মঙ্গলবার। ছবি: পিটিআই

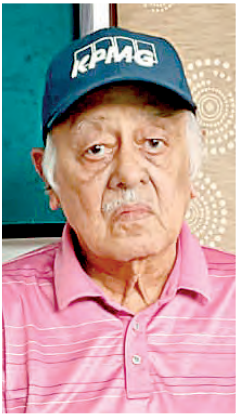
সূর্যদেরই দুশলেন বেঙ্কট



দেবাশিস দত্ত। চেন্নাই

২৪ ফেব্রুয়ারি: ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁকে খুঁজছিলাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। বিশেষ সিং বেদি প্রয়াত। ত্রীকৈ হারিয়ে এরাপল্লি প্রসন্ন বেঙ্গলুরুর বাড়ি থেকে বেরোন না। দুর্ঘটনার পর ভাগবৎ চন্দ্রশেখর মূলত বাড়িতেই আটকে। কিন্তু শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবনের কোনও খবর ছিল না। যতবার চেন্নাইয়ে এসেছি, তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছেলের কাছে। চেন্নাইয়ে বিমান থেকে নেমেই তাই তাঁর স্ত্রীর মোবাইলে ফোন করে জেনেছিলাম, তিনি সন্ধ্যায় মাদ্রাস ক্রিকেট ক্লাবে যেতে পারেন। পৌঁছে গিয়েছিলাম। ক্লাবের যেসব জায়গায় তিনি সময় কাটান, প্রত্যেক জায়গায় রিসেপশনিষ্ট ফোন করে জানালেন, তিনি

নেই। অবশেষে একজন ষ্টুয়ার্ট জানালেন, তিনি সুকার রুমে। পৌঁছে দেখি বিশাল বড় ঘরে বাদিকের বেঞ্চে একজন বসে। অন্ধকারে ঠাণ্ডা করা যাচ্ছিল না। ‘আপনি শ্রীনিবাস বেঙ্কটরাঘবন?’ পরিচিত কণ্ঠস্বর ফিরে এল, ‘কেন, চিনতে পারছেন না? আমিই বেঙ্কট!’ জানালাম, খুঁজতে খুঁজতে হেন্যে হয়ে কত বছর কেটে গেছে। এবার বেঙ্কটরাঘবন বললেন, ‘এখানে থাকি না। মোটিলি ইন আমেরিকা।’ এপ্রিল মাসে ৮-১ বছর পূর্ণ হবে।



জানলাম, খুঁজতে খুঁজতে হেন্যে হয়ে কত বছর কেটে গেছে। এবার বেঙ্কটরাঘবন বললেন, ‘এখানে থাকি না। মোটিলি ইন আমেরিকা।’ এপ্রিল মাসে ৮-১ বছর পূর্ণ হবে।

জানলাম, খুঁজতে খুঁজতে হেন্যে হয়ে কত বছর কেটে গেছে। এবার বেঙ্কটরাঘবন বললেন, ‘এখানে থাকি না। মোটিলি ইন আমেরিকা।’ এপ্রিল মাসে ৮-১ বছর পূর্ণ হবে।

ইডেনে ভারতের ম্যাচের টিকিট নিয়ে হাহাকার

আজকালের প্রতিবেদন

টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে ইডেনে মুখোমুখি হবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বহু প্রতীক্ষিত সেই ম্যাচ খিরে টিকিটের হাহাকার তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার প্রাইস টিকিট সংগ্রহ করতে সিএবি অনুমোদিত বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের লম্বা

লাইন দেখা গেল ইডেনের বাইরে। জানা গিয়েছে, প্রতিটি ক্লাবই তাদের জন্য বরাদ্দ ক্রয়যোগ্য টিকিটের সবগুলিই কিনে নিয়েছে। এই চাহিদা দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে, ১ মার্চ এই ম্যাচটিতে ইডেন কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে। বিশ্বকাপে ভারতের যেহেতু একটিই ম্যাচ কলকাতায় রয়েছে, তাই টিকিট কালোবাজারি

আশঙ্কাও রয়েছে প্রবল।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার আইসিসির একটি বিবৃতিতে ইডেনে সেমিফাইনাল আয়োজনের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও ক্ষীণ হল। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল, ৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে দুটি দলের মধ্যে পাকিস্তান না থাকলে ম্যাচটি কলকাতাতেই

হবে। পাকিস্তান উঠলে ম্যাচ মাঝে কলম্বোয়। তবে আইসিসি জানিয়ে দিল, কেবল পাকিস্তান নয়, শ্রীলঙ্কাও যদি প্রথম সেমিফাইনালের একটি দল হয়, তাহলেও ম্যাচ সেদেশে চলে যাবে। যদি না বিপক্ষ ভারত হয়। যদি ভারত এবং শ্রীলঙ্কা প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়, তাহলে ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পাবে ইডেন।

দলের সঙ্গে প্রস্তুতিতে আজ মহেশ

আজকালের প্রতিবেদন

চোটের জন্য আইএসএলের প্রথম দুটি ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি মহেশ সিয়ের। তিনি এখন মাঠে ফেরার লড়াই করছেন। মঙ্গলবার দেখা গেল অনুশীলনে সাইড লাইনে একাই অনুশীলন করছেন মহেশ। সূত্রের খবর, বুধবার তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ দলের সঙ্গে অনুশীলন করানো হবে। তিনি কী অবস্থায় আছেন, সেটা দেখার পর সিদ্ধান্ত হবে, শুক্রবার জামশেদপুরে এফসির বিরুদ্ধে মহেশকে মাঠে নামানো হবে কি না।

তবে কোচ অস্কার ব্রুজেন তাড়াছড়ি করতে রাজি নন। এদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সল ক্রেসপো এবং মিগেল ফিগেরা। সলের শুক্রবারও মাঠে নামার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে, সূত্রের খবর, মিগেলের চোট নেই। গ্রেফ ক্রান্তি কাটানোর জন্য মঙ্গলবার তাঁকে অনুশীলনে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। বুধবার থেকেই আবার পুরোদমে অনুশীলন করবেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার।

SUGUNA Chicken	
কলকাতা ও হওয়ারি বর্ধমানের খাবার দুলা	
১৪০	
S24 PAGES	139
N24 PAGES	139
RANAGHAT	139
ARAMBAGH	138
BURDWAN	140
BOLPUR	139
MIDNAPUR	136
BANKURA	136
SILIGURI	132
MALDA / BALURGHAT	134
FALAKATA	131
ALIPURDUAR	131
CONTACT-80166 ANUSHIL	

সাফাইকর্মী থেকে আইএসএল, রিনজুয়ালার দিনবদলের লড়াই

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

নিজেদের অর্ধ থেকে উড়ে এল বল। তিনি যখন বেঙ্গলুরু পেনাল্টি বক্সে গতি বাড়িয়ে ঢুকছেন ঘাড়ের কাছে একজন ডিফেন্ডার। সেই অবস্থাতেই অসাধারণ নিয়ন্ত্রণে বলটা নামিয়ে নিলেন। পরের মুহূর্তেই নিখুঁত টোকারি বল জালে। তারপরেই ছুটে গেলেন গ্যালারির দিকে। উঠে পড়লেন ফেলিংয়ে। ডিফেন্ডার করে যেন বলতে চাইলেন, ‘আমি পেরেছি। আমার যাবতীয় কষ্ট সফল।’

সালটা ২০১৭-১৮। মিজোরামের সারচিপের বছর ১৭-এর লালরিনজুয়ালা লালবিয়াকনিয়া জানতে পারল রাজধানী আইজলে ফুটবল ট্রায়াল হচ্ছে। সারচিপ থেকে আইজলে যেতে সময় লাগে ৫-৬ ঘণ্টা। আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত পরিবার। আইজলে যাওয়ার টাকা সুমোর ভাড়া অবধি জোগাড় করার ক্ষমতা নেই। বাধ্য হয়েই কাজে নিলেন স্থানীয় পুরসভার সাফাইকর্মী। সেই টাকা জমিয়ে দিতে গেলেন ট্রায়াল। সারচিপের রাস্তায় ফুটবল



খেলাতে খেলতেই ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখা। কিন্তু পরপর দশা এবং বাবার মৃত্যুতে কোথাও যেন ভেঙে গিয়েছিল সেই স্বপ্ন। সংসারে যে টাকার খুব প্রয়োজন। তাহলে কি ফুটবল ছেড়ে দিয়ে কাজ করবেন? পাশে ছিলেন মা, ভাই। ছোট পোল্ট্রির ব্যবসা চালিয়েই রিনজুয়ালার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন বাচিয়ে

রেখেছিলেন মা। বেঙ্গলুরু এফসিতে যুব ফুটবল শুরু করেন তিনি। এসিএল গ্রেটে প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে থাকতে হয়। তারপর গোকুলামের রিজার্ভ দলে তিন বছর কাটিয়ে ফিরে আসেন নিজের রাজ্যে। আইজলে এফসির হয়ে ২০২৩-২৪ আই লিগে ১৫ গোল করেন। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একজন ভারতীয় ফুটবলারের এক মরশুমে নেটাই সবচেয়ে বেশি গোল। শেষ আই লিগেও করেন ১২ গোল। আর তারপরেই তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপায় বেশ কিছু আইএসএল ক্লাব। সবাইকে পিছনে ফেলে সবই করিয়ে নেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড।

রিনজুয়ালার দিনবদলের লড়াই লড়তে লড়তে এবার আইএসএলে। বেঙ্গলুরু এফসির বিরুদ্ধে আইএসএলের মঞ্চে প্রথম গোলটাও করে ফেললেন। ছুটছেন এই ২৫ বছরের ফুটবলার। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার যাবতীয় সব ট্যাকলকে এড়িয়েই ছুটছেন। তাঁর চোখ সামনে। আরও সামনে।

ওজন ঝরিয়ে ফর্মে ফিরছেন দিমি-রবসন

আজকালের প্রতিবেদন

দু’জনের হলটা কী? গত বছরেও যাদের ‘বাতিল ঘোড়া’-র তকমা দেওয়া হচ্ছিল, তাঁরা কয়েকমাসের ব্যবধানে টগবগিয়ে ছুটছে। চলতি আইএসএলে সবে দুটি ম্যাচ খেলেছে মোহনবাগান। দুটিতেই জেমি ম্যাকলারেন গোল পেলেও যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে দিমিট্রি পেত্রাতোস এবং রবসন রবিনহো। চেন্নাইনের বিরুদ্ধে গোলও করেছেন দিমি। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। রবসন গোল না পেলেও লেফট উইংয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন। শুধু কোচ পরিবর্তনই কি দু’জনকে বদলে দিল? এটি অন্যতম হলেও একমাত্র কারণ নয়।

মোলিনার কোচিংয়ে দু’জনেই ফিটনেস সমস্যায় ভুগছিলেন। অন্দরের খবর, কোচ তাঁদের ব্যবহার করতে চাইলেও সেইসময় দু’জনকে ১৫ মিনিটের বেশি খেলানো সম্ভব হচ্ছিল না। কোনও কোচই ১৫ মিনিটের জন্য কোনও ফুটবলারকে প্রথম একাদশে

রাখবেন না। বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন দুই তারকাই। মোলিনা ছাঁচাইয়ের পর তাঁরা জানলেন, নতুন কোচ হয়ে যেই আসুক না কেন, ফিটনেসে উন্নতি না করলে দলে সুযোগ পাওয়া মুশকিল। সুপার কাপ থেকে বিলায়ের পর এক মাস অনুশীলনে ছুটি ছিল মোহনবাগানের। এই সময়টাকেই কাজে লাগান দিমি ও রবসন। সূত্রের খবর, শহরে ফেরার আগে দু’জনেই প্রায় ৫-৬ কেজি ওজন ঝরিয়েছিলেন। কাজ করেছিলেন ফিটনেসের ওপরেও।

মোলিনার উত্তরসূরি সার্জিও লোবেরা পজেসনাল ফুটবলে জোর দেন। তাঁর পরিকল্পনায় ফিট করেছেন দুই বিদেশিই। এখনও সেভাবে বাগান-ব্রিগেডকে চাপে পড়তে হয়নি। যে ম্যাচে চাপ তৈরি হবে, সেদিন দু’জনে কীভাবে নিজদের মেলে ধরেন, সেই দিকে নজর রাখতে হবে।

শ্রীলঙ্কার মরণ-বাঁচন ম্যাচ আজ

আজকালের প্রতিবেদন

বিশ্বকাপের যুগ্ম আয়োজক হিসেবে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধে। সেই দলকে কি না সুপার এইট থেকেই ছিটকে যেতে হবে! ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে এমনই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে শ্রীলঙ্কার। সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই।

ইংল্যান্ডকে ১৪৭ রানে বৈধে রাখলেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় জয় আসেনি শ্রীলঙ্কার। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ব্যাটাররা জ্বলে না উঠলে সমস্যায় পড়বে শ্রীলঙ্কা। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের বাইশ গজ মোটেই ব্যাটিং সহায়ক নয়। বড় রানের জন্য পাথুরে নিশঙ্কার দিকেই তাকিয়ে লঙ্কা শিবির।

নিউজিল্যান্ডেরও অবস্থা চাপ রয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেঙে যাওয়ায় বুলিতে ১ পয়েন্ট। শ্রীলঙ্কার মতো তারাও সুপার এইটে প্রথম জয়ের দিকে তাকিয়ে। প্রেমদাসার মন্ডর উইকেটে নিউজিল্যান্ডের বড় ভরসা অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারের স্পিন।

120

আজ

টি২০ বিশ্বকাপে

শ্রীলঙ্কা : নিউজিল্যান্ড

সঙ্গে ৭-০০

স্টার স্পোর্টস। জিও হটস্টার

ব্রুকের দাপুটে শতরানে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড

আজকালের প্রতিবেদন

সুপার এইটের দুটি ম্যাচের দুটিতেই জয়। টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার তারা পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারাল। সৌজন্যে হ্যারি ব্রুকের ৫১ বলে ১০০ রানের (১০টি চার, ৪টি ছয়) অধিনায়কোচিত ইনিংস। হেরে থাকের কিনারায় পাকিস্তান। সুপার এইটে তাদের প্রথম ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেঙে গিয়েছিল। এইমুহূর্তে সমীকরণ বলছে, শেষ ম্যাচে শুধু শ্রীলঙ্কাকে হারালেই চলবে না, পাক শিবিরকে প্রার্থনা করতে হবে যাতে শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ড – দুটি দলের কাছেই নিউজিল্যান্ড হারে।

এদিন টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাক অধিনায়ক সলমান আগা। শুরুতেই জোড়া ধাক্কা। ব্যাট হাতে ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন সাইম আয়ুব (৭) ও সলমান (৫)। শেষপর্যন্ত তারা তুলল ১৬৪/৯। পাকিস্তানকে টেনে তোলেন সাহিবজাদা ফারহান। ৪৫ বলে করলেন ৬৩ রান। তাঁকে কিছুটা সঙ্গ দেন বাবর (২৪ বলে ২৫) ও ফখর জামান (১৬ বলে ২৫)। বাহাতি স্পিনার লিয়াম ডসনের বুলিতে তিনটি উইকেট।

জবাবে, শুরুতেই বেকারদায় পড়ে ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে হৃদয়ের খোঁজে থাকা শাহিন শাহ আফ্রিদি ইংল্যান্ডের উপঅর্ডারে কাপুনি ধরান। ফেরান ফিল সপ্ট (০), জস বাটলার (২) ও জ্যাক বার্থেলকে (৮)। এরপর শুরু হ্যারি ব্রুকের ব্যাটিং-তাগুণ। তাঁকে যখন শাহিন আউট করলেন, ততক্ষণে ম্যাচ ইংল্যান্ডের পক্ষে। ১৯তম ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেন মহম্মদ নওয়াজ। তবে শেষ ওভারে মাত্র ৩ রান তুলতে সমস্যা হয়নি ইংল্যান্ডের।



শতরানের পর ব্যাট তুললেন ব্রুক। ছবি: পিটিআই

সফিস্ট স্কোর

পাকিস্তান ১৬৪/৯, সাহিবজাদা ৬৩ (৪৫), ফখর ২৫ (১৬), ডসন ৩/২৪। ইংল্যান্ড ১৯১ ওভারে ১৬৬/৮, ব্রুক ১০০ (৫১), জ্যাকস ২৮ (২৬), আফ্রিদি ৪/৩০

■ ইংল্যান্ড ২ উইকেটে জয়ী

■ ম্যাচের সেরা: হ্যারি ব্রুক

খেলার খুচরো

» বাংলার ১১

খেলা ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে ফুটবলে জয় বাংলার পুরুষ দলের। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ১১-২ হারাল তারা। সুজল মুন্ডা, অমিত এক্সা, রাহুল মুর্মু ও সৌরভ সাব্বারের জোড়া গোল। আকাশ ওরাও এবং প্রভাত সোয়েরন একটি করে গোল করলেন।

» হার বাগানের

এআইএফএফ এলিট ইয়ুথ লিগে (অনুর্ধ্ব ১৮) ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে ২-৩ হারল নাগোয়া বাগান। অন্যদিকে, রিলয়েস ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে জাতীয় পর্বের প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল বাগান।

» কাশীর ড্র

আইএসএলে ফের ড্র ইন্টার কাশীর। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। এর আগে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ড্র করেছিল আন্তানিও লোপেজ হাবাসের কাশী।

» জয়ী ম্যান ইউ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জিতল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এভার্টনকে ১-০ হারাল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ৭১ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলাটি বেঞ্জামিন সোসকোর করা। ২৭ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা।

» জয়ী এসএসপি

কৌশিক সাহা মেমোরিয়াল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন শিবশঙ্কর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে চুঁচড়া ইউনিয়ন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৬২ রানে হারাল তারা। শুরুতে ব্যাট করে এসএসপি অ্যাকাডেমি ২৪০/৩। জবাবে সিইউএসি ১৮১ রানে অলআউট।

» হার ভারতের

হকি প্রো লিগে ভারতের খালাপ পারফরমেন্স অব্যাহত। মঙ্গলবার স্পেনের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে পেনাল্টি শুটআউটে ২-৩ হারল ক্রেগ ফুলটনের দল। মনিন্দর সিংয়ের গোলে ভারত এগিয়ে গেলেও স্পেনের হয়ে সমতা ফেরান ব্রুনো।

প্রকাশিত হবে

১ মার্চ

উত্তেজনা, রোমাঞ্চ

সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত

ভারতীয় দলের পারফরমেন্স দেবাশিস দত্ত

টি২০ বিশ্বকাপ

অগ্নি পাণ্ডে • অশোক রায় • সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

জিওফ্রে বয়কট ক্রিকেটের পাঠশালা

বিতর্ক! বিতর্ক!!

স্মৃতি মানখানা সুতপা ভোমিক

যুব-বিশ্বকাপ জয়

গ্রেগ চ্যাপেল • নজরুল ইসলাম অনিবার্ণ সেনগুপ্ত

বাংলার ক্রিকেট

বিশ্বজিৎ দাস • অত্রিৎ বসু

৩০ টাকা

সাক্ষাৎকার

রিঙ্কু সিং • অস্কার ব্রুজেন • সার্জিও লোবেরা

আইএসএল

রাজর্ষি গাঙ্গুলি • সায়েন গুপ্ত

সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা

প্রসন্ন চন্দ

ফুটবল বিশ্বকাপ

নিউ জার্সি থেকে — অরুণাভ সেনগুপ্ত ভিয়েনা থেকে — রাজর্ষি অধিকারী কাশীনাথ ভট্টাচার্য

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ডেভিস কাপ

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

নিয়মিত

টিক দিন • খেলবই • হেয়ার স্কুল শিলিগুড়ি • অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস